পাক্ষিক

আহমদী

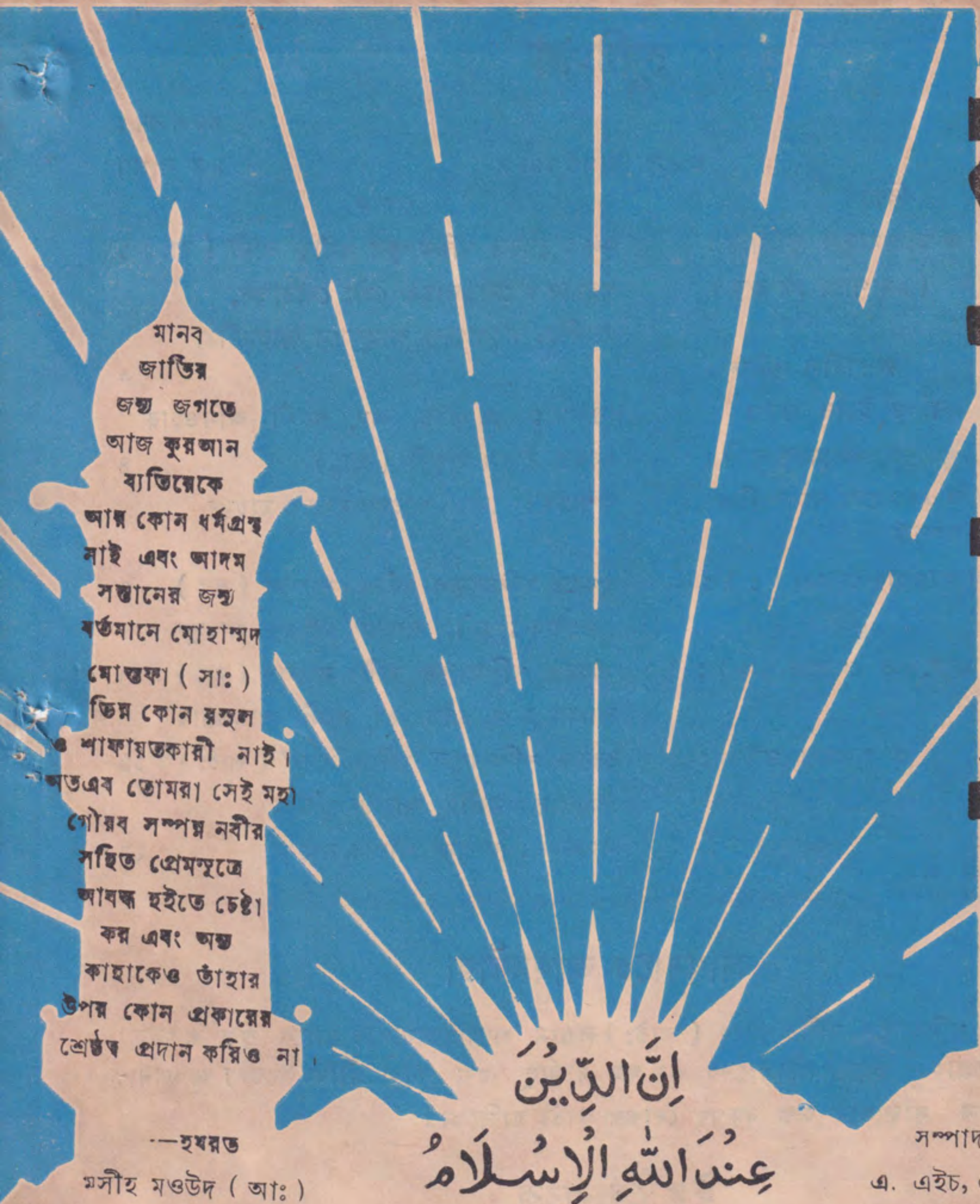

সম্পাদক
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা
১৪ই ভাদ্র ১৩৯১ বাংলা ॥ ৩১শে আগষ্ট ১৯৮৪ ইং ॥ ৪ঠা জেলহজ্জ ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৮শ বর্ষ :
'আহ্মদী' ৩১শে আগষ্ট ১৯৮৪ ৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আনফাল (৯ম পারা ১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : হজ্ব ও ইহার গুরুত্ব	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : তাকওয়া ও এলহামের পারস্পরিক সম্পর্ক	হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* ঈদুল আজহার খোৎবা (১) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* ঈদুল আজ্হার খোৎবা (২) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) অনুবাদ : এ. এইচ. এম, আলী আনওয়ার	১৭
* জুম্য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভূঁইয়া	১৯
* সংবাদ :	সংকলন : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ	২৯

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আই:) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্য্য-বলীতে বিশেষ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারী রাখিবেন।

ঈদ মোবারক

পবিত্র ঈদুল-আয্হা উপলক্ষে পাক্ষিক আহ্মদীর পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকার সমীপে আন্তরিক 'ঈদ মোবারক' পেশ করিয়া আল্লাহ-তায়ালার দরবারে আমাদের দোওয়া এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে এই মহান পবিত্র ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি ও উহার দায়িত্ব পালন করিবার এবং উহার সার্বিক বরকত ও কল্যাণে ভূষিত হইবার তওফিক দান করেন। আমীন।

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

৩১শে আগষ্ট ১৯৮৪ইং : ১৫ই ভাদ্র ১৩৯১ বাংলা : ৩১শে জুহুর ১৩৬৩ হিঃ শামসী

৭ম সুরা আল-আনফাল

[ইহা মাদানী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে]

১ম রুকু

নবম পারা

১। (আমি) আল্লাহর নাম লইয়া (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা (এবং) বারবার রহমকারী।

২। (হে রসুল) তাহারা তোমাকে গনীমতের (অর্থাৎ জিহাদলব্ধ) মাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, গনীমতের মাল আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের, সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর, যদি তোমরা মোমেন হও তাহা হইলে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য কর।

৩। মোমেন শুধু তাহারাই, যখন (তাহাদের সম্মুখে) আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীত হয়, এবং যখন তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ তালাওত (অর্থাৎ আবৃত্তি) করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা নিজেদের রব্বের উপরই নির্ভর করে।

৪। (এইরূপ সত্যিকার মোমেন তাহারাই) যাহারা নামাযকে (উহার শর্তাবলীসহ) কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি, তাহা হইতে খরচ করে।

৫। ইহারাই সত্যিকার মোমেন, তাহাদের রাব্বের নিকট তাহাদের জন্য (উচ্চ) পদ-মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক রহিয়াছে।

৬। (এই পুরস্কার তাহাদিগকে) এই জন্য (দেওয়া হইবে) যে তোমার রব্ব তোমাকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছেন, যখন মোমেনদের মধ্যে এক দল ইহাকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেছিল।

৭। হক প্রকাশ হইবার পর তাহারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) তোমার সহিত এমনভাবে বিতর্ক করে, যেন (ইসলামের দিকে দাওয়াতের দ্বারা) তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকানো হইতেছে এবং তাহারা (উহা) প্রত্যক্ষ করিতেছে।

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ তোমাদের সংগে দুই দল হইতে এক দলের ওয়াদা করিতেছিলেন যে উহা তোমাদের অধিকারে দেওয়া হইবে, এবং তোমরা চাহিতেছিলে যে, নিরস্ত্র দল তোমাদের মোকাবেলায় আসুক এবং আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন, যেন তিনি তাঁহার আদেশসমূহের দ্বারা হককে কায়েম করেন এবং কাফেরগণকে নির্মূল করেন।

৯। যেন তিনি হককে কায়েম করেন এবং মিথ্যাকে ধ্বংস করেন যদিও অপরাধীগণ ইহা অপছন্দই করুক না কেন।

১০। (এবং স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের রব্বের নিকট সকাতরে দোয়া করিতেছিলে তখন তিনি তোমাদের দোয়া এই বলিয়া কবুল করিলেন যে, অবশ্যাই আমি তোমাদিগকে এক সহস্র ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করিব, যাহারা পর পর, দলে দলে আসিবে।

১১। এবং আল্লাহ ইহাকে তোমাদের জন্য শুধু এক শুভ-সংবাদ রূপে নাযেল করিয়াছিলেন, যেন তোমাদের অন্তরসমূহ ইহা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, এবং সাহায্য একমাত্র আল্লাহর নিকট হইতে আসে, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ-এর অংশবিশেষ

"আল্লাহ্‌র নামের সাথে। আল্লাহ্‌তায়ালা সবচেয়ে বড়। খোদা আমার, এই কুরবানী আমার তরফ হইতে এবং উম্মতের ঐ সব লোকের তরফ হইতে কবুল করুন, যাহারা কুরবানী করিতে পারে না"। [তিরমিযি ; কেতাবুল-আয্‌হিয়া ; ১ : ৮৩ পৃঃ]

(হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থ হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী অনওয়ার**

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-নূহ পৃঃ ২৯)। **—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)**

হাদিস শরীফ

হজ্জ ও ইহার গুরুত্ব

১। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার এক ভাষণে ইরশাদ ফরমাইলেন : "হে মানব সকল, আল্লাহ-তায়ালা তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করিয়াছেন।" ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল : "হে রসুলুল্লাহ ! প্রতি বৎসরই কি হজ্ব জরুরী ? তিনি (সাঃ) চুপ রহিলেন। সে তিন বার এই প্রশ্ন করিল। তখন তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'যদি আমি হাঁ বলিতাম, তবে প্রত্যেকের উপর প্রতি বৎসর হজ্ব ফরজ হইয়া পড়িত। তোমাদের এরূপ করিবার শক্তি নাই'। অতঃপর বলিলেন : "যে পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া রাখি, তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া রাখিবে। নিষ্প্রয়োজনে জিজ্ঞাসার লালসা করিও না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাহাদের নবীগণকে অনেক প্রশ্ন করিত। তারপর তাঁহারা যে সব কথা শিক্ষা দিতেন, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া ধ্বংসের গহ্বরে যাইয়া নিপতিত হইত। যখন আমি নিজেই তোমাদিগকে কোনো আদেশ দেই, তখন সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিবে। কোনো জিনিষ হইতে বারণ করিলে, তাহা পরিত্যাগ করিবে।" ["মুসলিম', কেতাবুল হজ্ব ১-৬: ৫৯৪ পৃ :]

২। হযরত আবেস বিন্ রাবিয়াহ্ বলেন যে, তিনি হযরত উমর রাযি আল্লাহ আন্হুকে দেখিয়াছেন যে, তিনি হাজরে-আস্ওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর)-কে চুম্বন করিতেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছিলেন : "আমি জানি, তুমি একটি প্রস্তর মাত্র—উপকারও করিতে পার না, অপকারও করিতে পার না। যদি আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করিতে না দেখিতাম, তবে আমিও চুম্বন করিতাম না।"

কুরবানী ও ইহার গুরুত্ব

৩। হযরত উম্মে-সাল্মাহ্ রাযি আল্লাহু-তায়ালা আন্হা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি কুরবানী করিবার ইরাদা রাখে, সে ব্যক্তি যিল্হজ্জের চন্দ্রোদয় হইতে কুরবানীর জন্ত যবেহ্ করা পর্যন্ত তাহার চুল কাটিবে না, নখ কাটিবে না।" (মুসলিম্', কেতাবুল্ আয্হিয়া, ২-১ : ২৬৫ পৃঃ]

৪। হযরত জাবের বিন্ আব্দুল্লাহ্ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি ঈদুল-আয্হার নামায পড়িলাম। অতঃপর হুজুর (সাঃ)-এর নিকট এক মেষ আনা হইল। তিনি (সাঃ) উহাকে জবাই করিলেন। জবাই করিবার সময় তিনি (সাঃ) বলিয়াছিলেন :

(অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

তাকওয়া ও এলহামের পারস্পরিক সম্পর্ক

মুত্তাকী হও। কিন্তু তাকওয়া খালেস হওয়া চাই এবং উহাতে যেন শয়তানের কোন অংশও না থাকে।

"তাকওয়াশীল ব্যক্তির উপর খোদাতায়ালার এক তজল্লী বিরাজ করে। সে খোদাতায়ালার ছায়ার নীচে থাকে। কিন্তু তাকওয়া খালেস হওয়া চাই এবং উহাতে যেন শয়তানের কোনও অংশ না থাকে। অন্যথায়, খোদাতায়ালা শের্‌ক পছন্দ করেন না। যদি (বান্দার মধ্যে) কিছু অংশ শয়তানের থাকে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা বলেন, (তাহার) সবটাই শয়তানের। তাকওয়ার বিষয়বস্তু সূক্ষ্ম। উহা অর্জন কর। খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য স্বীয় আত্মায় প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত কর। যাহার আমলে কিছু পরিমাণও 'রেয়া" বা লোক দেখানো ভাব থাকে, খোদাতায়ালা তাহার আমলকে ফিরাইয়া দেন এবং তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করেন। মুত্তাকী হওয়া কঠিন বিষয়।.....যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতরূপে মানুষ অনেকগুলি মৃত্যুর মধ্যদিয়া অতিক্রম না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুত্তাকী হইতে পারে না। মো'জেযা এবং এলহামও তাকওয়ার শাখা স্বরূপ। আসল বস্তু তাকওয়া। সেই জন্য তোমরা 'এলহাম ও রো'ইয়া'-এর পিছনে পড়িও না বরং তাকওয়া হাসিল করায় আত্মনিয়োগ কর। যে মুত্তাকী হয়, তাহার এলহামও সহি ও সঠিক হইবে। এবং যদি তাকওয়া না থাকে, তাহা হইলে এলহামও নির্ভরযোগ্য হয় না। উহাতে শয়তানের অংশ থাকিতে পারে। **কাহারও মধ্যে তাকওয়ার অস্তিত্ব তাহার এলহাম প্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা** বিচার করিও না। বরং তাহার এলহামগুলিকে তাহার তাকওয়ার অবস্থার দ্বারা যাচাই কর এবং উহা নিরূপণ কর। সকল দিক হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া প্রথমে তাকওয়ার মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম কর। নবীগণের নমুনা ও আদর্শকে কায়েম রাখ। দুনিয়াতে যত নবীই আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল মানুষকে তাকওয়ার প্রকৃত পথসমূহ শিক্ষা দেওয়া।"

(আল-হাকাম, ২৪শে জুন, ১৯০১)

এস্তেগফার তত্ত্ব

এস্তেগফার দ্বারা আত্মা এক শক্তি লাভ করে এবং হৃদয়ে অবিচল দৃঢ়তা ও স্থিরতার সৃষ্টি হয়।

و ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه স্মরণ রাখিও যে, দুইটি বস্তু এই উম্মতকে দান করা হইয়াছে। একটি, শক্তি লাভের জন্য এবং অপরটি, অর্জিত শক্তিকে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইবার জন্য। শক্তি অর্জন করিবার জন্য প্রয়োজন এস্তেগফারের, যাহাকে অন্য কথায় সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাও বলা হয়। সুফীগণ লিখিয়াছেন যে, শারীরিক ব্যায়াম—যথা মুগুর উত্তোলন ও পরিচালনা করিলে যেমন শারীরিক বল ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনি **আধ্যাত্মিক ব্যায়াম হইতেছে এস্তেগফার**। ইহার দ্বারা আত্মা এক শক্তি লাভ করে। চিত্তে স্থিরতা ও দৃঢ়তার সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি শক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার এস্তেগফার করা উচিৎ। غفر (গাফ্‌র) ঢাকিয়া দেওয়া এবং চাপা দেওয়াকে বলে। এস্তেগফার দ্বারা মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে বাধাদানকারী প্রবৃত্তি ও ধারণাকে ঢাকিবার এবং চাপা দেওয়ার শক্তি পায়। সুতরাং এস্তেগফারের ইহাই অর্থ যে, যে সব বিষাক্ত পদার্থ মানুষকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে চাহে, সেগুলিকে দমন করা এবং খোদাতায়ালার আদেশসমূহ পালনের পথে সমস্ত বাধা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ঐগুলি কার্যে রূপায়িত করা।

একথাও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের উপাদান রাখিয়াছেন। একটি হইল বিষাক্ত উপাদান, যাহার পরিচালক শয়তান এবং অপরটি প্রতিষেধক উপাদান। যখন মানুষ অহঙ্কার করে এবং নিজেকে একটা বড় কিছু বলিয়া মনে করে এবং বিষ-নিবারক উৎস হইতে সাহায্য লাভ করে না, তখন বিষাক্ত শক্তি বলবৎ হয়। কিন্তু যখন মানুষ নিজেকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে এবং অন্তরে আল্লাহতায়ালার সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে, তখন আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে একটি উৎসের সৃষ্টি হয়, যদ্বারা তাহার আত্মা বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হয়। ইহাই এস্তেগফারের অর্থ। অর্থাৎ, উক্ত শক্তিকে অর্জন করিয়া বিষাক্ত উপাদানের উপর জয়যুক্ত হওয়াই এস্তেগফার।

(আল-হাকাম ২৪শে জুলাই ১৯০৩)

জুম্‌য়া এবং ঈদ চাইতেও অধিকতর মোবারক এবং খুশীর দিন

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী স্মরণ রাখিবেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ইসলামে কোন কোন দিন এরূপ নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহা নিতান্ত খুশীর দিন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই দিনগুলিতে আল্লাহ্‌তায়ালা কল্পনাতীত বরকত ও কল্যাণ (নিহিত) রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি

হইল জুমার দিন। এই দিনটিও বড়ই মোবারক দিন। (হাদিসে) লিখিত আছে যে, আল্লাহ্‌-তায়ালা হযরত আদমকে জুমার দিনেই পয়দা করিয়াছিলেন এবং সেই দিনেই তাঁহার তৌবা কবুল করিয়াছিলেন। এতদভিন্ন এই দিনটির আরও অনেক বরকত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে। তেমনিভাবে ইসলামে দুইটি ঈদ আছে। এই দুইটি দিনকে অতীব খুশীর দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেও আল্লাহ্‌তায়ালা আশ্চর্য ধরণের বরকত ও কল্যাণ রাখিয়াছেন। স্মরণ রাখিবে, এই দিনগুলি সন্দেহাতীতভাবে যদিও নিজ নিজ স্থানে মোবারক এবং খুশীর দিন, তথাপি উক্ত সকল দিন হইতেও অধিকতর মোবারক এবং আনন্দপূর্ণ আর একটি দিন আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, মানুষ সেই দিনটির প্রতীক্ষাও করেনা, উহার সন্ধানও করে না। অন্যথায়, মানুষ যদি সেই দিনটির কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হইত, অথবা উহার পরোওয়া করিত, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটি তাহাদের জন্য নিতান্তই মোবারক এবং সৌভাগ্যের দিন হিসাবে প্রতিপন্ন হইত এবং মানুষ উহার স্বতঃই সমাদার ও যত্ন করিত।

সে কোন্ দিনটি, যাহা জুম্‌য়া এবং দুই ঈদ চাইতেও উত্তম এবং মোবারক দিন? আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, উহা হইল মানুষের তৌবার দিন, যাহা সব চাইতে উত্তম এবং প্রত্যেক ঈদ হইতেও শ্রেষ্ঠ। যদি বল কেন? তবে শুন, এই জন্য যে মানুষের যে আমলনামা (কর্মলিপি) তাহাকে ধীরে ধীরে জাহান্নামের নিকটে লইয়া যায় এবং ভিতরে ভিতরেই সংগোপনে এলাহী-গজবের নীচে তাহাকে উপনীত করে, সে দিনটি তাহার সেই ভয়াবহ আমলনামাকে ধৌত করিয়া দেয়, মোচন করিয়া দেয় এবং সেই দিন তাহার গোনাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য ইহার চাইতে আর কোন্ দিনটি খুশী এবং ঈদের দিন বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে, যাহা তাহাকে অনন্ত জাহান্নাম এবং অনন্ত এলাহী-গজব হইতে পরিত্রাণ দান করে? (তকরীর (ভাষণ), ২৮শে আগষ্ট ১৯০৪ ইং)

অনুবাদ :—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

"আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ।..... ......আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়।"

(হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' পৃঃ ১৮)

ঈদুল আজহার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

[২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ইং মসজিদে-মোবারক রাবওয়ায় প্রদত্ত]

(১)

ঈদুল-আজহা আমাদিগকে আল্লাহতায়ালার পথে কুরবানী পেশ করার তিনটি আজিমুশ্বান নমুনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

হযরত ইব্রাহীমের কুরবানী, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইলের সম্মিলিত কুরবানী এবং হযরত রসুল আকরাম (সাঃ -এর পবিত্র সত্তায় কুরবানীর নযিরবিহীন নমুনা।

এই সকল কুরবানী আমাদিগকে এই সবক দান করে যে, খোদাতায়ালার খাতিরে যদি বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা হয় তাহা হইলে সেগুলি শান্তি ও স্বস্তি, হৃদয়ের স্নিগ্ধতা ও আনন্দ, ও প্রফুল্লতা লাভের কারণ হইয়া যায়।

তাশাহুদ ও তাওয়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (রাঃ), নিম্নরূপ আয়াত তেলাওয়াত করেন :

قل ان صلوتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین ০ لا شریك له
وبذالك امرت وانا اول المسلمین ০ (الانعام : ١٦٣-١٦٤)

আজ কুরবানীর ঈদ এবং এই ঈদ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ বরং হয়ত কোটি কোটি জন্তু আল্লাহ্তায়ালার নামে জবেহ্ করা হয়। যদি এই ঈদে ছাগল-খাসি-দুম্বা-ভেরা-গরু বা উটের কুরবানী দিয়াই আমরা আমাদের জিম্মাদারী সম্পন্ন করিয়া থাকি বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত ক্ষতি ও ঘাটতির সওদা করিব। কেননা আল্লাহতায়ালা বলেন :

لن ینال الله لحومها (الحج : ٣٨)

"এই সকল কুরবানীর গোস্ত খোদাতায়ালার নিকট পৌঁছায় না।" খোদাতায়ালা তো 'গনী' —প্রাচুর্যময়, স্বয়ং সম্পূর্ণ ; যাঁহার কোন জিনিসের আবশ্যক নাই। যে গোস্তের সম্পর্ক ভক্ষণ ও আস্বাদনের সহিত অথবা এই আশঙ্কার সহিত যে দেহ খাদ্য না পাইলে উহাতে দুর্বলতার সৃষ্টি হইবে উহার কি প্রয়োজন হইতে পারে সেই খোদাতায়ালার, যিনি অনাদি, অনন্ত এবং সকল প্রকার সার্বিক শক্তির অধিকারী ?

বস্তুতঃ এই সকল কুরবানী একটি স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়া পেশ করা হয় এবং এই গুলিকে

একটি প্রতীক চিহ্ন (Token) হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে। যখন আমরা কুরআন করীমের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা কুরবানীর তিনটি দৃষ্টান্ত বা নমুনা দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানীর নমুনা। চিরকাল হইতে নবীগণের শত্রুদের যেমন রীতি চলিয়া আসিয়াছে, হযরত ইব্রাহীম যখন তাঁহার জাতিকে এক ও অদ্বিতীয় খোদার দিকে আহ্বান জানাইলেন এবং প্রতিমাগুলির অসারতা ও নিরুপায়তার দিকে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিমা হইতে ছাড়াইবার ও সম্পর্ক ছেদ করাইবার প্রয়াস পাইলেন তখন তাহারা রুষ্ট হইয়া পড়িল এই বলিয়া যে, এই ব্যক্তি আমাদের পৃতৃ পুরুষের ধর্মে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করে এবং আমাদের আকায়েদকে ভ্রান্ত বলে। ইহার চিকিৎসা হওয়া উচিত। তাহারা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণানুযারী মনে করিল যে, ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া দিলে তাহাদের প্রতিমাগুলির সাহায্য করা হইবে। সুতরাং কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিল :

حرقوه وانصروا آلهتكم (الانبياء : ٦٩)

অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের প্রতিমাগুলির সাহায্য কর।

নিজেদের মা'বুদের সাহায্য করার এই ধরণের দৃষ্টি-ভঙ্গী ঐ সকল জাতির মধ্যেই বিদ্যমান দেখা যায়, আল্লাহতায়ালার সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না যাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্পর্কহীন হইয়া পড়ে। কুরআন করীমও আল্লাহ্‌তায়ালাকে সাহায্য করার কথা উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু সে সম্বন্ধে এই উম্মতের সকল জ্ঞানীরা এক মত যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য করা বলিতে তাঁহার বান্দাগণের সাহায্য করা; তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা, তাহাদের কাজে আসা ইত্যাদি। মোট কথা, ইহা তো হইল ইসলাম বা ইলাহী জামাতসমূহের দৃষ্টি-ভঙ্গী। পক্ষান্তরে হযরত ইব্রাহীমের অস্বীকারকারী জাতির দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল ইহাই যে, ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকাণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের প্রতিমার সাহায্য কর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার জীবনের এই অতি কঠিন পরীক্ষা (এবং অন্যান্য পরীক্ষাও) আল্লাহ্‌তায়ালার খাতিরে, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, প্রফুল্ল ও প্রশান্ত চিত্তে সহ্য করেন, এবং এই একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সহ্য করেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যাহার সঙ্গে থাকেন, সে নিরাপদ ও সফলকাম হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার শত্রুরা যখন তাঁহাকে আগুনে নিক্ষেপ করিল; তখন আল্লাহ্‌তায়ালা আগুনকে আদেশ করিলেন : (الانبياء : ٧٠) بردا وسلاما অর্থাৎ আদেশ দান করা হইল যে, সেই আগুন যেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাবানুভূতিতে দুঃখের আগুন সৃষ্টি করিতে না পারে বরং উহা যেন খুশী, প্রশান্তি ও প্রফুল্লতার স্নিগ্ধতা সৃষ্টি করে। সুতরাং "بردا"-এর মো'জেযা অনুভূতির সহিত সম্পর্ক রাখে (এবং "سلاما"-এর মো'জেযা দেহের সহিত সম্পৃক্ত)।

হযরতে আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ) একস্থলে বলিয়াছেন : অন্যেরা বলে যে আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দাদের উপর দুঃখ-কষ্ট কেন আসে? (তিনি বলেন যে) তাহাদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর; খোদাতায়ালার পথে তাহাদের উপর যাহা আপতিত হয় যাহাকে তোমরা দুঃখ-কষ্ট, বেদনা-যন্ত্রণা ও বিপদাবলী বলিয়া মনে কর, সেগুলিকে তাহারাও কি দুঃখ-কষ্ট, বেদনা-যন্ত্রণা ও বিপদাবলী মনে করে? অথবা তাহারা সেগুলিকে বড়ই সুস্বাদু, সুখকর ও আনন্দদায়ক বলিয়া মনে করে?

খোদাতায়ালা আমাদিগকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন যে যাহারা প্রকৃতপক্ষে এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপাসক, তাঁহার গৌরব ও মাহাত্ম্য, তাঁহার এহ্‌সান ও কল্যাণ, তাঁহার তৌহীদ ও কুদরত এবং তাঁহার রহমত ও স্নেহ মমত্বের জালওয়া সমূহের প্রত্যক্ষ দর্শক, তাহারা সেই সকল দুঃখ-কষ্টকে দুঃখ-কষ্ট বলিয়া মনে করে না। তাহারা ঐ সকল আগুনকে আগুন বলিয়া মনে করে না। সেই আগুন বরং তাহাদের গোলাম, বরং তাহাদের গোলামদেরও গোলাম হইয়া যায়। তাহারা ঐ সব দুঃখ-যাতনাকে, ঐ সব আগুনকে بردا—স্নিগ্ধতার কারণ বলিয়া অনুভব করেন এবং আনন্দিত হন। অতএব, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা বলিলেন, 'আমি তোমার দ্বারা জগতের সামনে ইহা প্রমাণ করিয়া দিব যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যাহার সঙ্গে থাকেন সে কখনও ধ্বংস হয় না। সে সালামতি ও নিরাপত্তার উত্তরাধিকারী হয়, সে 'সালাম' (শান্তিময় ও শান্তিদাতা) খোদার নিকট হইতে সালামতি ও শান্তি লাভ করিয়া থাকে। তাহাকে ধ্বংসের আগ্নেয়গিরি এবং শয়তানের অনুসারীবৃন্দ ধ্বংস করিতে পারে না।

সুতরাং একটি কুরবানী, যাহার তাকওয়া আসমানে পৌঁছায়, যাহা আল্লাহ কবুল করেন উহা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানী। এবং এই দৃষ্টান্তটির দ্বারা কুরআন করীম আমাদিগকে বলে যে, যে সকল কুরবানী কবুল হইয়া যায়, যেগুলি তাকওয়ার রূহে উজ্জীবিত হইয়া থাকে, সেগুলি খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে প্রিয় ও পছন্দনীয় হইয়া পড়ে। ইহার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালা দুইটি মো'জেযা দেখান। এক, দুনিয়াবী দুঃখ ও নির্যাতনকে নিষ্প্রভ ও স্নিগ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সেগুলি খুশী ও সুস্বাদ এবং আনন্দের কারণ হয়; ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হয় না। দ্বিতীয় মো'জেযাটি এই দেখান যে সারা জগত যখন জ্বালাইতে, পুড়াইতে, মারিতে, ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করিতে মাতিয়া উঠে তখন খোদাতায়ালার ফেরেস্তাদের আওয়াজ আকাশে গুঞ্জরিত হইতে থাকে যে ইহারা সেই জাতি, যাহাদের উপর আল্লাহতায়ালা তাঁহার সালামতি নাযেল করেন। সুতরাং প্রথমতঃ দুশমনের পরিকল্পনা, যাহা আল্লাহর প্রিয়দিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে রচনা করা হইয়া থাকে, উহা بردا—সুশীতল করিয়া দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয়তঃ উহা সালামতি ও নিরাপত্তায় পরিণত হয়। সুতরাং সেগুলি আল্লাহ্‌তায়ালা উহাদের অন্তর্নিহিত তকওয়ার দ্বারা উজ্জীবিত হওয়ার কারণে কবুল করিয়া

নেন। সেগুলির ফলশ্রুতিতে উল্লিখিত দুইটি মো'জেযা দেখাইয়া থাকেন।

উসওয়া বা আদর্শ হিসাবে কুরবানীর এই প্রাথমিক দৃষ্টান্তটির পর আমাদের সামনে যে উহার দ্বিতীয় নমুনা তুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পারস্পরিক সম্মিলিত কুরবানী। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে একটি রোইয়াতে (স্বপ্ন) দেখানো হইয়াছিল যে, একটি মহান কুরবানী গ্রহণ করিতে চাই এবং তদ্দারা তোমার পরীক্ষা নেওয়া হইবে, তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরকে ঐ কুরবানীর গুরুভার আনন্দচিত্তে বহন করিতে পারে তদ্রূপ তরবিয়ত দিয়াছ কি না। সুতরাং কাহারো কাহারো অভিমত অনুযায়ী তিনি বাহ্যিক ভাবে স্বপ্নটি পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং কাহারো কাহারো অভিমত এই যে, উহা শুধু তাবীর অর্থাৎ অন্তর্নিহিত অর্থ অনুযায়ীই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক, উহার তাবীর ছিল ইহাই যে খোদা-তায়ালার পথে দৃশ্যতঃ মৃত্যুকে বরণ করা এবং খোদার পথে দৃশ্যতঃ মৃত্যুর মুখে নিজের প্রিয় সন্তানকে নিক্ষেপ করা। খোদাতায়ালা বলিলেন, "আমি এই কুরবানী গ্রহণ করিতে চাই। তোমার নিজের পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে এবং তুমি উহাতে আমার অগাধ রহমতের ওয়ারিশ সাব্যস্ত হইয়াছ। এখন আর একটি পরীক্ষা এই যে, তোমার সন্তানের তরবিয়ত সঠিক কি না। ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবানী পেশ কর এবং ইসমাইল (আঃ) আমার পথে কুরবানী পেশ করুক।" অন্যথায়, ঐ কুরবানীতে যদি হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর স্বতঃস্ফূর্ত অংশ না থাকিত তাহা হইলে তাহাকে ধরিয়া হয়তো বলপূর্বক জবাই করিতে হইতো কিন্তু তদ্রূপ করেন নাই। বরং কুরআন করীম ব্যক্ত করিয়াছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) বলেন 'আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তুমি কি এই কুরবানী পেশ করিতে প্রস্তুত আছ?' তৎক্ষণাৎ ইসমাইল (আঃ)-এর স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর ছিল এই যে

افعل ما تؤمر (الصافات : ١٠٣)

—"আল্লাহ্‌তায়ালার যাহা আদেশ রহিয়াছে তাহা আপনি পালন করুন।" ستجدني إن شاء الله من الصابرين —"খোদাতায়ালার ফজল, তওফিক ও ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত পাইবেন।"

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা যে রঙে সেই কুরবানী গ্রহণ করিলেন, তদ্দারা মক্কার সহিত সম্পৃক্ত একটি মহান কুরবানীর ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহাকে সেই সময় তরু-লতাহীন শুষ্ক মরু-প্রান্তরে একাকী ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ দান করা হইল। কা'বা শরীফের ইমারতের চিহ্নাবলী মুছিয়া গিয়াছিল। বালুকারাশীর নীচে চাপা পড়িয়াছিল। সেখানে না পানি ছিল, না খাওয়ার মত কোনও জিনিস'। যৎসামান্য রেশন হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'খোদার আদেশ, তুমি এখানে অবস্থান করিবে।' তারপর, আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তিনি (ইব্রাহীম) চলিয়া যান।

আল্লাহ্‌তায়ালা মিলিতভাবে পেশকৃত সেই কুরবানীটি গ্রহণ করিলেন, এবং শুধু পার্থিব জীবনের যাবতীয় সামগ্রীই সংগ্রহ করিয়া দেন নাই বরং ঐ কুরবানীর ফলশ্রুতিতে সেই মহান পুরুষকে পয়দা করিলেন, যিনি সারা বিশ্বের রুহানী জীবনের যাবতীয় উপকরণ যোগাইলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবানী গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে সেখানে স্থায়ীরূপে বসবাস করিবার জন্য স্থাপন করিলেন—ইহাতে প্রকৃতপক্ষে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান কুরবানী সমূহের দিকে ইঙ্গিত ছিল। এবং ঐ কুরবানীর দ্বারা আল্লাহতায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাহার বংশধরকে প্রথম দিন হইতেই এই সবক দিয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরের সহি তরবিয়ত দান করিতে হইবে। তোমাদের কুরবানী তখনই কবুল হইবে, ফলপ্রসু হইবে, যখন ভবিষ্যৎ বংশধরদের তরবিয়তের দায়িত্বও তোমরা পালন করিবে এবং উহার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধররাও ঠিক তেমনিভাবে আনন্দ চিত্তে, সন্দেহাতীত জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং খোদাতায়ালার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে তিনি সালামতির উপাদান সৃষ্টি করেন এবং নিরাপত্তা বিধান করিয়া থাকেন, তাঁহার পথে আত্মোৎসর্গের নমুনা দেখাইবে। এইরূপে কুরবানী সমূহ পেশ করিবার পর কোন জাতিকে কখনও আল্লাহ্‌তায়ালা ধ্বংস হইতে দেন না। ব্যক্তিবিশেষের জীবন তো কোরবান হইয়া যায়, মুসলমান সগৌরবে শহীদ হইয়া থাকে, কিন্তু এই দুঃখ-বেদনা ও বিপদাবলী ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আসে না।

এই প্রসঙ্গে তৃতীয় কুরবানীর যে মহান আদর্শ ও নমুনা তাহা বিরাজমান রহিয়াছে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনে। তাঁহার আবির্ভাবকালে মক্কা-মুয়াজ্জামা যদিও বাহ্যতঃ আবাদ ছিল ; সেখানে ঘরবাড়ীও বিদ্যমান ছিল, সেখানে বাহ্যতঃ মানুষ বসবাস করিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে মানুষের বসতি ছিল না। কেননা, মানবতা তাহাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না এবং যে মানুষের যোগ-সম্পর্ক তাহার সৃষ্টিকর্তা প্রভু আল্লাহ্‌র সহিত হওয়া উচিত সেই মানুষ সেখানে ছিল না। অতএব, রুহানী দৃষ্টিতে প্রতীয়মান ঐ অরণ্যে যদিও পার্থিব দৃষ্টি মানুষের বসতি দেখিতে পাইতেছিল, কিন্তু তাহারা সুযোগ মত যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বেড়াইত, সর্বপ্রকার ফ্যাসাদ ও উশৃঙ্খলতার মধ্যে আপদমস্তক নিমজ্জিত ছিল। মোট কথা, তাহারা সকল প্রকার উত্তম মানবীয় গুণ হইতে স্খলিত ও বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এহেন অনাবাদ স্থানে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিলেন। অনাবাদ, এই অর্থে যে উহা রুহানী দিক দিয়া অনাবাদ ছিল। হযরত ইসমাইল (আঃ) যখন সেখানে পুনর্বাসিত হইয়াছিলেন তখন সম্ভাবনা ছিল, পথ হারাইয়া কোন কাফিলা সেইখানে চলিয়া আসিত এবং তাহাদের পানাহারের কোন বন্দোবস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য ঐ জায়গাটি এমন ছিল যে, সেইখানকার পথভ্রান্ত মানুষেরা পানাহারের ব্যবস্থা বিধান করা তো দূরে থাক, বরং তাহারা পানি ও খাদ্য সামগ্রী বন্ধ করার চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। আমি উহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হইলেন। তিনি মক্কার মানুষের দুরাবস্থা—রুহানীয়ত হইতে তাহাদের দূরত্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রতিমাদের গোলামীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়া চরম বিকৃত অবস্থায় পাইলেন। তখন প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও মানশা অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে গোপনে তবলীগ শুরু করিলেন। প্রকাশ্যভাবে তবলীগের ঘোষণা করিলেন না, বরং বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত লোকজন এবং আত্মিয় স্বজনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। তাহাদিগকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, প্রতিমার উপাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালা, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহারই উপাসনা করা উচিত। ইহা কোন স্বল্পকালীন সময় ছিল না, বরং তিন বৎসর স্থায়ী দীর্ঘকালে বিস্তৃত ছিল, যাহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, উক্ত সময়টি মক্কী জীবনের প্রায় একশত ভাগের ১৮/২০ ভাগ ছিল। ঐ সময়ে গোপনে তবলীগ করা হয় এবং ইহার ফলে কয়েকজন মুসলমান হইলেন, যাহাদের সংখ্যা আংগুলে গণনা করা যায়। আমি আপনাদের মনোযোগ এই বিষয়ের দিকে আকার্ষণ করিতেছি না যে উহা গোপন প্রচারের যুগ ছিল, বরং আমি এ বিষয়টির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে চাই যে, তাহারা এরূপ হিংস্র ও জালিম প্রকৃতির লোক ছিল যে, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদা প্রদত্ত সূক্ষ্মদর্শিতার আলোকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছিলেন যে আজ যদি প্রকাশ্য ভাবে খোলাখুলি তবলীগ করা হয় তাহা হইলে এই লোকগুলি ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিতে সচেষ্ট হইবে। এবং যেহেতু তখন পর্যন্ত মাত্র গুটি কয়েকজন সাথীই ছিলেন এবং তাহাদের তরবীয়তও তাঁহার রুহানী পাখার নীচে পুর্ণতা প্রাপ্তির জন্য একটা সময় সাপেক্ষ ছিল, তাহাদের জীবন সংকটাবস্থায় পতিত হইবে এবং ইসলামের উন্নতি ও সারা বিশ্বে উহার বিস্তারদানের যে আসল উদ্দেশ্য তাহা মহা সংকটের সম্মুখীন হইয়া পাড়িবে, যেইহেতু প্রকৃত ও পরিপূর্ণ তরবিয়ত লাভের পূর্বেই এই আশংকা ও বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ নয়। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার মানশা ও অনুমতিক্রমেই ঐরূপ করিয়াছিলেন। মোট কথা, এতই হিংস্র ও জালিম প্রকৃতির লোক ছিল মক্কাবাসীরা। তারপর, সেই তিনটি বৎসর অতিবাহিত হইল এবং তাঁহার সাথীগণ তাঁহার তরবীয়ত লাভ করিলেন। তদোপরি, আল্লাহতায়ালা তাঁহার মামুর (আদিষ্ট) বা প্রদত্ত অঙ্গীকারের দ্বারা যে সকল রুহানী তাসির ও সুপ্রভাব এবং পবিত্রকরণ শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন, উহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তায়ালার ফেরেস্তাগণ অবিশ্বাসীদের মধ্য হইতে অনেকের হৃদয়ের কালিমা ও মরিচিকা দূর করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বেশ কিছু মানুষের হৃদয় অপেক্ষাকৃত কিছুটা নম্র হইল। তখন আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ খোলাখুলিভাবে তবলীগ করিতে আরম্ভ করা হইল।

তারপর, প্রায় তিনটি বৎসর হইল মক্কী জীবনের এমন একটি যুগ, যখন প্রকাশ্য তবলীগ এবং ভীষণ বিরোধিতা অনুষ্ঠিত হইল। এখন ইহা হইল **কুরবানীর তৃতীয় নমুনা**, যাহা ছিল পরিপূর্ণ উৎকৃষ্টতম 'উসওয়া' বা আদর্শ। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লামের নমুনাই হইল পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ এবং তরবিয়তের ক্ষেত্রে তাঁহার পেশকৃত নমুনাই মুসলিম উম্মতের জন্য কামেল নমুনা। সুতরাং সাহাবাগণকে যে সকল দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদাবলী সহিতে হইয়াছিল এবং যে কঠিন জীবনের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, উহার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার সেই তরবিয়তের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তরবিয়ত ছিল অত্যন্ত কার্যকরী, সফল এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের। সুতরাং ঐ তিন বৎসরকালও অতিবাহিত হইলে মক্কার মুশরেকগণ যখন নিজেদের বিফলতাই দেখিতে পাইল তখন তাহারা ফয়সালা করিল যে এখন মুসলমানদের সম্পূর্ণ বয়কট করা হউক—না কেহ তাহাদের সহিত আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করুক, না কেহ কথা বলুক, না কোন প্রকার সংশ্রব রাখুক এবং তাহাদের পানি ও খাওয়া-খাদ্য সম্পূর্ণ বন্ধ করা হউক।

হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে যে জলবিহীন তরু-লতাহীন মরু-প্রান্তরে বসবাস করার জন্য রাখা হইয়াছিল, সেখানে তো ইহার সম্ভাবনা ছিল যে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে কোন না কোন কাফিলা সেই দিকে ঘটনাচক্রে চলিয়া আসিতো এবং তাহাদের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে খাওয়া-খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়া যাইত। অবশ্য, তাঁহার মাতা ও তাঁহার খাওয়া-খাদ্য এবং পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না, কেননা মাত্র কয়েক দিনের রেশন তাহাদের নিকট ছিল কিন্তু পানি এবং খাদ্যের পথ অবরুদ্ধ ছিল না। সেজন্যই পথ খুলিয়া গেল। একটি তো জমিনী পথ ছিল, আর একটি আসমানী পথ অর্থাৎ ফেরেস্তারা কাফিলাদের অন্তরে উদ্রেক করিল, 'সেখানে যাও'। আর অন্য দিকে মরুভূমিতে ঝরণা প্রবাহিত করিয়া আল্লাহ-তায়ালা পানির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে উহা কাফিলার লোকদের জন্য আকর্ষণের কারণ হয়। কিন্তু এখানে (হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র বেলায়) শুধু ইহাই নয় যে পানি এবং খাদ্য সামগ্রী ছিল না বরং উহাদের পথে প্রহরা বসানো হইয়াছিল এবং এতই কঠোর অবরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছিল যে, সাহাবাদের এবং তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের ঐ সকল আত্মীয় যাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গ দিয়াছিল (যদিও তাহারা মুসলমান ছিল না) তাহাদের জীবন এতই সঙ্গীণ ও অসহনীয় করিয়া তোলা হইয়াছিল যে, একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, "অনাহারে আমাদের অবস্থা এতই করুণ ছিল যে, একবার কোন বস্তুর উপর আমার পা পড়িলে আমি অনুভব করিলাম যেন উহা একটা কিছু নরম জিনিস। রাত্রিকাল ছিল, অন্ধকারে আমি উহা হাতে তুলিয়া লইয়া খাইয়া ফেলিলাম। তিনি উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেন, "আমি জানিনা উহা যে কি জিনিস ছিল।"

আর একজন বুজুর্গ সাহাবী বর্ণনা করেন যে, "একবার ঘটনাক্রমে সেখানে একটা শুষ্ক পুরাতন চামড়া পওয়া গেল। আমি উহা তুলিয়া লইলাম এবং ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া উহাকে জ্বাল দিয়া নরম করিলাম। উহা ছিল আমার কয়েক দিনের জিয়াফত। এই ভাবে দিনাতিপাত করিলাম।" এইরূপ কঠিন ক্ষুৎপিপাসার কষ্টের মধ্য দিয়া তাহাদের অতিক্রম করিতে হইয়াছে এবং উহা শুধু পাঁচ-সাত দিনের ব্যাপার ছিল না বরং ক্রমাগত আড়াই-

তিন বৎসরকাল ব্যাপী অবরোধ বলবৎ থাকে এবং কতই না কষ্ট ও দুঃখ-বেদনা সহ্য করিতে হয়। আর আমাদের মাহ্‌বুব ও প্রিয় মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কি অদ্ভুত শান, তাঁহার 'কুওয়াতে দসীয়া' (পবিত্রকরণ শক্তি)-এর কি বিস্ময়কর প্রভাব যে এত দীর্ঘ সময় দুঃখ-কষ্ট বরদাস্ত করা সত্বেও একটি ব্যক্তিও মুর্তাদ হয় নাই (ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে নাই); বরং তাঁহারা সকলই মজবতির সহিত নিজেদের ধর্মে অবিচল ও কায়েম থাকেন। ঐ কঠিন পরীক্ষার পর, যে পরীক্ষাতে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার জন্য এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন, তরবিয়তের ক্ষেত্রেও এক অতুলনীয় নমুনা রাখিয়া গেলেন এবং তাঁহার সাহাবাগণও দুনিয়াকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কুরবানীর নমুনা দেখাইলেন—ইহার পরেই খোদাতায়ালা এরূপ অবস্থার উদ্ভব ঘটাইলেন যে, যে সকল কাফের ঐ বয়কট ও অবরোধ আরোপ করিয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সখ্যক লোক উহার বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইল। আল্লাহ্‌তায়ালা একটি মো'জেযা দেখাইলেন। তাহাদের হৃদয়কে ঐ ব্যাপারে নরম করিয়া দিলেন এবং অবরোধ উঠিয়া গেল।

তারপর যখন কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়া গেল, তখন একদিন হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মনে এই ধারণার উদ্রেক হইল যে, "মক্কাবাসীদেরতো আমি সত্যের বাণী শুনাইলাম; তাহাদের মধ্যে কিছু লোক উহা গ্রহণ করিল, আর অবশিষ্ট সকলই অগ্রাহ্য করিল। যাহা হউক, সারা জগতের জন্য যে ধর্মের আগমন উহার প্রচার এখন মক্কার বাহিরেও বিস্তার দেওয়া উচিত।" তিনি তায়েফ গমন করিলেন এবং প্রায় দশ দিন সেখানে অবস্থান করিলেন, কিন্তু সেখানকার পাষাণহৃদয় হতভাগ্য লোকদের উপরও কোন আসর হইল না। কিছু লোকতো নিরবতা অবলম্বন করিল এবং কিছু সংখ্যক লোক কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করিল। কাজেই তায়েফবাসীর ব্যাপারে সাময়িকভাবে নিরাশ হইয়া, কেননা তাহারা কথায় কর্ণপাত করিতেছে না বলিয়া যখন তিনি ফেরৎ রওয়ানা হইলেন, তখন তাহারা তায়েফের বালক ও উশৃঙ্খল লোকদিগকে উস্কাইয়া দিয়া বলিল, "মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর পশ্চাদ্ধাবন কর এবং তাঁহাকে উত্ত্যক্ত কর।" সুতরাং তিন মাইল ব্যাপী—যাহার মানে ৪৫ মিনিট হইতে এক ঘন্টা কাল ব্যাপী, কেননা রাস্তার সম্বন্ধে তো আমার জানা নাই; যদি দুর্গম রাস্তা হইয়া থাকে তাহা হইলে সময় বেশী লাগে; সহজ হইলে, শীঘ্র অতিক্রম করা যায়, যাহা হউক ৪০, ৫০ বা ৬০ মিনিটে উহা অতিক্রম করিয়া থাকিবেন—সেই তিন মাইল ব্যাপী ঐ লোকগুলি গাল-মন্দ বকিতে এবং পাথর ছুড়িতে ছুড়িতে তাঁহার পাশ্চাৎ ধাবন করিল। ইহাতে তাঁহার অবস্থা দাঁড়াইল এই যে প্রস্তরাঘাতে রক্ত ঝড়িতেছিল এবং সারা দেহ লহুলোহান হইয়া গেল। যখন এই সবকিছু ঘটিয়া গল এবং আল্লাহ্‌তায়ালার শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম নবী (সাঃ) আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীর এক নজিরবিহীন নমুনা পেশ করিয়া দিলেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালাও বলিলেন, "আমার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি পবিত্রতম বান্দা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে সৃষ্টি করার অভিপ্রায়েই আমি নিখিল বিশ্ব ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি।' তখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে খোদা! তুমি এই

পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী ও রক্তপাতকারীদিগকে সৃষ্টি করিতে চাহ, অর্থাৎ এমন একটা সেলসেলা বা কার্যক্রম ও ধারা চলিবে যাহার পথে ফ্যাসাদ ও দাঙ্গাও ঘটানো হইবে।' তখন আল্লাহতায়ালা বলিয়াছিলেন, 'যাহা আমি জানি তাহা তোমরা জান না।' খোদাতায়ালা ফেরেস্তাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে (তখন) বলিয়াছিলাম, যাহা আমার জ্ঞানগোচর রহিয়াছে, তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ। আমার জ্ঞানগোচর কি ছিল, তাহা আজ আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি। তোমরা ভাবিয়াছিলে যে ফ্যাসাদকারী ও রক্তপাতকারী মানুষদিগকে এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হইতেছে কিন্তু যে মানুষটিকে আমি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম তাঁহাকে যাইয়া আজ যাঁচাই করিয়া দেখিয়া লও, সে কি ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী বা রক্তপাতকারী?'

সুতরাং ফেরেস্তাদিগকে আল্লাহতায়ালা বলিলেন, "মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল, তায়েফবাসীরা আপনাকে অত্যাধিক যাতনা দিয়াছে, যখন আপনি শহর ছাড়িয়া যাইতেছিলেন; তখনও তাহারা আপনাকে রেহাই দেয় নাই এবং অবুঝ ও উশৃঙ্খল লোকদিগকে আপনার পিছনে লেলাইয়া দিয়াছে, যাহারা তিন মাইল ব্যাপী আপনাকে অশ্লিল গাল-মন্দ দিতে থাকে, পাথর ছুড়িতে থাকে; সারাটা দেহ রক্তে রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়াছে! খোদাতায়ালা বলিতেছেন, যদি আপনি চাহেন তাহা হইলে তায়েফের চতুর্দিকে যে পাহাড়গুলি দণ্ডায়মান আছে সেগুলিকে তাহাদের উপর উল্টাইয়া দেওয়া হইবে এবং গোটা শহরবাসীকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।" তখন 'জীবনের লক্ষ্যবস্তু ও সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু' (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রত্ত্যুরে বলিলেন, "এই পাহাড়গুলিকে তাহাদের উপর উল্টানো হইবে না এবং এই লোকগুলিকে ধ্বংস করা হইবে না। কেননা, আমি আশা রাখি যে তাহাদের মধ্য হইতেও এমন লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা তাহাদের রব্ব্‌কে চিনিতে পারিবে এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপাসক হইয়া যাইবে।" হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফেরেস্তাদিগকেও সবক শিখাইয়াছেন এবং আমাদিগকেও শিখাইয়াছেন এবং আমাদের জন্য নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—**যাহা দুই প্রকারের নমুনা**।

এক তো এই যে, আমাদিগকে যদি আল্লাহর পথে কোরবানীসমূহ পেশ করিতে হয় এবং দুঃখ-কষ্ট সহিতে হয়, তাহা হইলে আমি যেমন সহিয়াছি তেমনি তোমারা যদি আমাকে ভালবাসিয়া থাক তবে তোমরাও খোদাতায়ালার পথে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলী সহ্য করিও। আর দ্বিতীয় নমুনা ও দৃষ্টান্তটি হইল এই যে, প্রতিটি বংশধর পরবর্তী বংশধরদের তরবিয়ত এরূপভাবে করিবে যাহাতে তাহারা হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উসওয়া ও আদর্শের অনুসারী হয় এবং খোদাতায়ালার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টির অন্বেষায় জগতের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও জুলুম-নির্যাতন এবং দুনিয়ার প্রস্তরাঘাতের কোন পাওয়া না করে।

ইহাই সেই আদর্শ ও নমুনা, যাহা জগতের সামনে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশ করিয়াছেন। আপন ও পর নির্বিশেষে সকলই বিস্মিত হইয়াছে এবং ইহার প্রশংসাও করিয়াছে। কিন্তু দুনিয়া ঐ সকল নাদান, নির্বোধ ও উশৃঙ্খল পাশবকুলের

রীতিকে অনুসরণ করিবার জন্য তো শীঘ্র মাতিয়া উঠে, কিন্তু মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উসওয়া ও আদর্শের পায়রবী ও অনুসরণের দিকে মনোযোগী হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করুন, তাহারা কোরবানীর প্রকৃত দর্শন ও সারবস্তুকে উপলব্ধি করুক এবং খোদাতায়ালা সমগ্র জগতকে, সমগ্র মানবজাতিকে এই তওফিক দিন যাহাতে তাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নমুনা ও আদর্শের পথে পরিচালিত হইয়া খোদাতায়ালার প্রিয় ও মাহ্‌বুবে পরিণত হয় এবং তাঁহার হুজুরে এইরূপ কোরবানীসমূহ পেশ করে যাহা কবুল হয় এবং সেগুলির ফলশ্রুতিতে بردا و سلاما (স্নিগ্ধতা, শান্তি ও নিরাপত্তা) সূচক অবস্থাবলীর উদ্ভব হয়, অর্থাৎ কোন দুঃখ-কষ্টকেই যেন তাহারা দুঃখ-কষ্ট বলিয়া মনে না করে এবং এই অবিচল দৃঢ়বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে সারাটা জগৎ মিলিত হইয়াও হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুবর্তী ও গোলামদিগকে কখনও নিশ্চিহ্ন করিতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা গোটা বিশ্বকেই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুখকর, আনন্দদায়ক, সুশীতল ও স্নিগ্ধ ছায়া তলে সমবেত করিয়া দিন। আমীন।

(আল-ফজল, ২৩শে এপ্রিল ১৯৬৯ ও ১লা অক্টোবর ১৯৮১ ইং)

অনুবাদ :—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পুর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্বতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ **ফোন : ২৫৯০২৪**

ঈদুল-আয্‌হার খোৎবা (২)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

[৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৪ইং মসজিদ-আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

ঈদুল-আযহা খোদাতায়ালার হুজু'র কুরবানী পেশ করিবার স্মৃতি তাজা করে। আহমদীয়া জামাতের বন্ধুগণ দিনরাত কুরবানী পেশ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি, 'মুবারকবাদ' দিতেছি। মুহাম্মদী ফয়ুজের (কল্যাণাবলীর) পরিধি ক্রমবৃদ্ধি করিবার দায়িত্ব এ যুগে আহমদীয়া জামাতের উপর অর্পিত হইয়াছে।

তাশাহুদ, তায়াউজ ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) বলেন :—

এমনি'ত প্রথম নবী হইতে লইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত মানবজাতিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনিত কায়েম শরীয়তের দায়িত্ব বহনের জন্য যোগ্যতা দানের কাজ কোন না কোন প্রকারে জারি ছিল। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালামের সময় হইতে এই শিক্ষার কাজে বিশেষ জোর দেওয়া হইল। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম এবং তাঁহার বংশধরগণ সেই ভূখণ্ডে, যেখানে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল এবং যে জাতি তাহাদের কাঁধে সর্বপ্রথম এই মহা গুরুভার গ্রহণ করিবে তাহাদের শিক্ষার কাজ অধিকতর জোর দিয়া চালাইতে থাকেন, এবং সহস্র সহস্র বৎসর যাবত শিক্ষার ফলে আরববাসী তাহাদের প্রকৃতিগত শক্তির দিক হইতে কুরআন করীমের শরীয়ত বহনের এবং এই কামেল শরীয়তের দায়িত্ব নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন করে।

অন্য কথায়, ইহা ছিল এক বুনিয়াদ, যাহা একের পরে এক নবীর দ্বারা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করা হইতেছিল এবং সহস্র সহস্র বৎসরের শিক্ষা ও প্রস্তুতির পরে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বি'সাত, তথা নবী রূপে আগমন হয়। তিনি মানবতার নির্যাস ছিলেন। তাঁহারই জন্য সকল জগতের সৃষ্টি। তাঁহার ব্যক্তিত্বে মানবজাতি খোদাতায়ালার গুণাবলীর পরম মনোহর প্রভা প্রত্যক্ষ করে। তাঁহার ব্যক্তিত্বে মানব জাতি মানব শক্তিসমূহের কামাল তথা পূর্ণ অভিব্যক্তির দর্শন লাভ করে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সাথে মানুষের কাঁধে এক নতুন ধরণের দায়িত্ব অর্পিত হইল। তাঁহার বি'সাতের পর এই বুনিয়াদের উপর ধাপে ধাপে রূহানী মহল উচ্চ হইতে উচ্চতর করা হইতে থাকে এবং তাহা প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতে থাকে। এমনকি, আমাদের যুগে এই জামানায় উহা চরম রূপ ধারণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। এখন মানবজাতি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান রূহানী কিল্লায় সমবেত হইবে এবং শয়তানের

সর্বপ্রকার আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া মানুষ খোদাতায়ালার 'হামদ', তাঁহার প্রশংসা-গীতি গাহিতে গাহিতে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিতে করিতে শান্তির জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবে।

ইসলাম-ধর্মকে ইহার বিস্তৃতির চরম পর্যায়ে পৌঁছানো এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রূহানী ফয়েজের (কল্যাণ) পরিধিকে ক্রমবর্ধমান বর্ধিতাকারে বিস্তৃত করিবার দায়িত্ব মুহাম্মদীয় উম্মতের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে; এখন এই যুগে এই দায়িত্ব উহার চরম রূপ গ্রহণ পূর্বক মুহাম্মদীয় উম্মতের ঐ সম্প্রদায়ের উপর স্থাপিত হইয়াছে, যাহাকে 'আহ্‌মদীয়া জামাআত' নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন হযরত মাহদী মাহুদ ও মসীহে মওউদ আলাইহেস সালাম। এই সেই জামাআত, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে কুরবানী পেশ করিতেছে, যাহা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পেয়ার ও তাঁহার প্রেম-উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে উহার সৌন্দর্য ও উপকারিতা—'হুসন ও ইহসান' দ্বারা বিমুগ্ধ করিয়া ওয়াহেদ ও এগানা খোদার দিকে আনিবে। অর্থাৎ, এই জামাআতের ইহাই কর্মসূচী যে, ইহা ইসলামের কিল্লাকে যথাসম্ভব প্রশস্ত ও উচ্চ করিবার জন্য সতত যত্নবান থাকিবে।

আহ্‌মদীয়া জামাআতের দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও, তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর নিপীড়িত ও উপেক্ষিত জামাআত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে প্রফুল্ল মনে কুরবানী দেওয়ার পথে কেবলই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত সামর্থে ইসলামের এই রূহানী প্রাসাদের প্রশস্ততার উপকরণ সৃষ্টি করার জন্য সার্বিক চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। আল্‌-হামদুলিল্লাহে আলা যালেক—(তজ্জন্য আল্লাহ্‌তায়ালারই সম্যক প্রশংসা)।

আমাদের এই ঈদ মূলতঃ কুরবানীর শিক্ষা দেয়। এই ঈদ দ্বারা খোদাতায়ালার হুজুরে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরবানী দিয়া আসার স্মৃতি তাজা করে। এখন আহ্‌মদীয়া জামাআতের স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি খোদার রাহে কুরবানী দেওয়ায় মশগুল। এজন্য আমি এই ঈদের 'মুবারকবাদ' পেশ করিতেছি এবং দোয়া করিতেছি যে, এই কুরবানীর সাথে যে সকল বরকত পাওয়া যাইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহা আরো বৃদ্ধি করুন এবং আপনারা সকলেই আল্লাহ্‌তায়ালার ঐ সকল নে'মতের উত্তরাধিকারী হউন, যাহার সুসংবাদ আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এই সব সুসংবাদ পূর্ববর্তী নবীগণও উল্লেখ করিয়াছেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও মহান নেমাত সমূহের সুসংবাদ দিয়াছেন এবং তাঁহার বিনীত অনুবর্তীগণও ঐগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহে আমাদিগের সকলকেই তাঁহার পথে কুরবানী পেশ করিবার তওফিক দিন, যাহাতে আমরা ঐ সব নে'মাতই পাই, যাহার সুসংবাদ আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে এবং কুরবানীর এই ঈদে যে প্রকৃত বরকতরাজি নির্ধারিত আছে, খোদা করুন, আমাদের সকলেরই যেন তাহা লাভ করার সৌভাগ্য হয়! আল্লাহুম্মা আমীন।

(১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ইং তারিখের সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান)

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২০শে জুলাই, ১৯৮৪ইং মসজিদে ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাহাদের (পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভী সাহেবদের) বক্তব্যের আরো একটি নির্বুদ্ধিতার দিক হইল ইহা যে, তাহারা বলিয়া বেড়াইতেছে, আহমদীরা মুসলমানের বেশ ধারণ করিয়া সমাজকে ধোকা দিতেছে। বেচারা জনসাধারণ বুঝিতেই পারে না যে, ইহারা (আহমদীরা) মুসলমান নয় এবং এইভাবে তাহারা ইহাদের ধোকার খপ্পরে পড়িয়া যায়। ইহা একটি নিছক আহম্মকী ধরণের কথা। কেননা ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের সংসদে আহমদীদিগকে অমুসলমান বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরেও তাহারা নিজদিগকে অন্য কিছু বলিয়া কিভাবে জনসাধারণকে ধোকা দিতে পারে ? হাঁ, যদি তাহারা গয়ের আহমদীর বেশ ধারণ করিয়া অন্যদেরকে নিজেদের দলে ভিড়াইত তাহা হইলে উহা ধোকা হইত বই কি ! যখন তাহারা প্রকাশ্যে নিজদিগকে আহমদী ঘোষণা করিয়া অন্যদেরকে নিজেদের জামাতে সামেল করে তখন কিরূপে উহা ধোকা হইতে পারে ? তদুপরি ইহা কিভাবে ধোকা হইতে পারে যখন আহমদী হওয়ার ফ শ্রুতিতে খোদাকে লাভ করা যায় ?

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যখনই পাকিস্তানে কেহ আহমদী হইয়া যায়, তাহার সংগে ভয়ংকর মন্দ আচরণ করা হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় ইহা স্বাভাবিকভাবে ও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এই জামাত ধোকা দেওয়ার জামাত নয়। কেননা ধোকাদানকারীতো প্রলোভন দেখাইয়া থাকে যে, তোমাদিগকে অমুক মাল সামান দেওয়া হইবে, তমুক মাল সামান দেওয়া হইবে, তোমাদিগকে সম্পত্তি দেওয়া হইবে, চাকুরী দেওয়া হইবে, এবং অন্যান্য বহু প্রকারের নেয়ামত তোমরা লাভ করিবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ইহাই যে, কেহ আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করার সংগে সংগেই তাহার পূর্বের নিয়ামতগুলিও তাহার হস্তচ্যুত হইতে আরম্ভ করে। সে চাকুরীচ্যুত হয়, পিতামাতা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়, তাহার স্ত্রী ক্রোধান্বীতা হইয়া পিত্রালয়ে গমন করে, সমস্ত এলাকায় তাহার জন্য এক কেয়ামত নামিয়া আসে, এবং যে এলাকায় সে সম্মানিত ব্যক্তির আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, ঐ এলাকায় তাহাকে নিকৃষ্ট ব্যক্তিতে

পরিণত করা হয়। আহমদী হওয়ার ফলশ্রুতিতে পিতা তাহার পুত্রকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়, মা তাহার সন্তানকে প্রহার করিতে করিতে তাহার অবয়ব বিকৃত করিয়া দেয় এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধান্বিত হইয়া কটুবাক্য বর্ষণ করিতে থাকে ও মুখের উপর চপেটাঘাত করিয়া বসে। এই সকল ঘটনাই পাকিস্তানে সংঘটিত হইতেছে এবং এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভীরা খুব বলিয়া বেড়াইতেছে যে, তোমরা (আহমদীরা) ধোকা দিয়া এই সমস্ত লোককে তোমাদের দলভুক্ত করিতেছ। অদ্ভূত এই ধোকা! ধোকাতো তোমরাই দিতেছ। আমাদের জামাত হইতে যে দুই চারজন ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্ম-ত্যাগী) হইয়া যায় তাহাদের জন্য তোমরা ঘটা করিয়া বিরাট আকারে ভোজের আয়োজন কর, তাহাদেরকে মাল্য ভূষিত কর, তাহাদের জন্য তোরন নির্মান কর এবং তাহাদিগকে দুই চারিটি নিমন্ত্রণ দ্বারাও আখ্যায়িত করিয়া থাক। তোমাদের এহেন আচরণকে তো ধোকা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রহার নির্যাতন ভোগ করিয়াও লোকেরা আহমদীয়াত গ্রহণ করে। ইহা কিরূপে ধোকা হইতে পারে? ইহা অদ্ভূদ প্রকারের ধোকা নয় কি? সর্বপ্রকারের সংজ্ঞাই উলট পালট করিয়া দেওয়া হইল। সকল কথাকেই উলটাইয়া দেওয়া হইল।

আমার উপরোক্ত বক্তব্য হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে, না আহমদীয়া জামাত মোনাফেক, না তাহারা মোনাফেক যাহারা এই জামাতে প্রবেশ করিতেছে ও করিবে। কেননা মিথ্যার খাতিরে কেহ এইরূপ মসিবত বরদাস্ত করিতে পারে না। ঘোষণা করা হইতেছে যে, অমুক ব্যক্তির যথা সর্বস্ব চুরি হইয়া গিয়াছে এবং যেই চোর ধৃত হইবে, আমরা তাহার মুখে কালিমা লেপন করিয়া দিব, তাহাকে গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইব ও পাদুকাঘাত করিয়া নগরী হইতে বহিষ্কার করিয়া দিব। ইহা কি করিয়া সম্ভব, যে ব্যক্তি চুরি করে নাই সে মিথ্যা বলিয়া ও মোনাফেক সাজিয়া নিজেকে চোর সাব্যস্ত করে? এইরূপ পাগলামী কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অদৃষ্টে থাকিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে সচরাচর এইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। যদি ঘোষণা করা হয় যে, অমুক চোরকে হালুয়া বিতরণ করা হইবে, মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করা হইবে এবং তাহার কণ্ঠে মাল্য দান করা হইবে, তাহা হইলে চোরের ভুরি ভুরি দাবীদার সৃষ্টি হইয়া যাইবে। কিন্তু যেখানে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় সেখানে মিথ্যাবাদীরাতো গা ঢাকা দিবে। মিথ্যাবাদীরাতো সেই স্থান হইতে বহু ক্রোশ দূরে পলায়ন করিবে।

সুতরাং আহমদীয়াতের সত্যতার জন্য খোদাতায়ালা একটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রতিবন্ধকতা তাহাদের হস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা আহমদীদিগকে মোনাফেক বলিতেছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যার অপবাদ আরোপ করিতেছে। আহমদীরাতো নিজেরা এই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই। ইহা ঐ প্রতিবন্ধকতা যাহা সকল নবীর যুগে সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। নবুয়তের সত্যতার সবচাইতে বড় নিদর্শন ইহাই। নাউজুবিল্লাহ, হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম কি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন? তিনিতো 'সিদ্দিকান নবীয়া" (সত্যবাদী নবী) ছিলেন। নবীগণতো সত্যবাদীই হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি একখানি

সত্যবাদী ছিলেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁহাকে বারবার 'সাদেক' (সত্যবাদী) বলিয়াছেন। তিনি কোন্‌ মোনাফেকাতের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হইয়াছিল? একের পর এক সকল নবীগণের সংগে একই আচরণ করা হইয়াছে এবং প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম না করিয়া আল্লাহ্‌র নবীর জামাতে প্রবেশ করা কাহারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তাঁহাদের জন্য ইহা পুষ্প শয্যা ছিল না। বরং কাঁটার মধ্যে তাঁহাদিগকে পা রাখিতে হইয়াছিল। মোনাফেকাত কি পৃথিবীতে এইভাবে সৃষ্টি করা হয় যে, তাহারা প্রহার ভোগ করে, তাহারা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, কঠিন দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিপতিত হইয়াও সহাস্য-বদনে আরো কঠিন দুঃখ কষ্টের দিকে ধাবিত হয়? সে বড়ই আহম্মক, যে এহেন ব্যক্তিদিগকে মোনাফেক বলে। যখন বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং সর্বপ্রকার একীনের পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, তখন ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের যাহা মর্জি বল ও কর। সাধারণ ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী উপরোক্ত ব্যক্তিদিগকেতো (নবী ও তাঁহাদের অনুসারীগণ) পাগল বলা যাইতে পারে। আল্লাহ্‌র নবীগণকে এই জন্যই পাগল আখ্যায়িত করা হইয়াছে

পূর্ববর্তী যুগের লোকদের যে বুদ্ধিজ্ঞান ছিল, বর্তমানে উহাও আর অবশিষ্ট নাই। কুরআন হইতে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী লোকেরা নবীদিগকে যাদুকরও বলিয়াছে, মিথ্যাবাদীও বলিয়াছে, পাগলও বলিয়াছে এবং খোদার প্রেমিকও বলিয়াছে। কিন্তু ইতিপূর্বে কেহ তাঁহাদিগকে কখনো মোনাফেক বলে নাই। কেননা মোনাফেকের আচরণ এমনতরো হইতে পারে না। কিন্তু হ্যাঁ, পাগল তাহারা বটেই। তাহা না হইলে এত দুঃখ কষ্ট কেন সহ্য করিবে? অতএব পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভীদের এই বক্তব্য নিতান্ত বাজে ও অর্থহীন যে, আহমদীয়া জামাত লোকদিগকে ধোকা দিয়া নিজেদের দলভুক্ত করে এবং এই ধোকা হইতে লোকদিগকে রক্ষা করার জন্য তাহারা মুসলমান বলার অধিকার আহমদীদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে। বর্তমানে যাহারা আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে, তাহারা অতি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে যে, তাহাদের পরিণতি কি হইবে। তাহারা জানে যে আহমদীয়াত গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে অমুসলমান বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে, গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে, প্রহার করা হইবে এবং সর্বপ্রকারের দুঃখ যন্ত্রণা দেওয়া হইবে। এতসব জানিয়া শুনিয়া তাহারা এই জামাতভুক্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে মোনাফেক বলার কোন বৈধ কারণই তোমাদের নাই।

ইহাও একবার ভাবিয়া দেখ, এই আইন তোমাদের নিজেদের জন্য কি পরিণতি ডাকিয়া আনিবে এবং নিয়া আসিতেছে। আমরা তোমাদিগকে নসিহত করিতেছি। ঐ উম্মত যাহারা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার নামে উপরোক্ত আইন প্রণয়ন করিয়াছে, তাহাদের চেহারা কিভাবে দুনিয়ার সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে? আহমদীরাতো তাহাদের সত্যতার দরুন খোদাকে বিশ্বাস করে ও খোদাকে ভয় করে। তাহারা জানে তাহাদিগকে শাহাদত বরণ করিতে হইবে। মারাত্মক দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করা সত্ত্বেও তাহারা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামকে

অস্বীকার করে না। অতএব কোন অবস্থাতেই তাহারা পাকিস্তান সরকারের দেওয়া "মুসলমানের সংজ্ঞা" এর আওতাভুক্ত হইতে পারে না। তাহাদের জন্য গোড়া হইতেই এই পথ বন্ধ। কিন্তু একজন নাস্তিকের পক্ষে এই সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। নাস্তিকদের এই ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা রহিয়াছে। তাহারা যাহা মর্জি বলিতে পারে। এই কারণে পাকিস্তানে যদি এক কোটি নাস্তিকও থাকে, তাহারা এই আইনের অর্থ অনুসারে নিজদিগকে খাঁটি মুসলমান বলিবে। একজন নাস্তিকের পক্ষে এই কথা লিখিয়া দেওয়া আদৌও কোন মুশকিলের ব্যাপার নয় যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম মিথ্যাবাদী। তাহারাতো তাহাদের অন্তরে খোদাকেই মিথ্যা জানে। খোদার অস্তিত্বই তাহারা স্বীকার করে না। এমতাবস্থায় যদি সকল নবীগণকেই মিথ্যাবাদী বলিয়া লিখিয়া দিতে হয়, তাহারা তাহাই লিখিয়া দিবে। তাহাদের জন্য ইহা কোন মুশকিলের ব্যাপার নয়। যদি মুসলমানের সংজ্ঞা ইহাও হয় যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত জন নবুয়তের দাবী করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই মিথ্যাবাদী বলিতে হইবে, তাহা হইলে সানন্দচিত্তে এই সকল নাস্তিকেরা ইহার উপর দস্তখত করিয়া বলিবে যে, আমরা মুসলমান। তাহা হইলে একজন হযরত মির্জা সাহেবকে অস্বীকার করা তাহাদের জন্য এমন কি আর মুশকিলের ব্যাপার। কার্য্যতঃ পাকিস্তানে এমনটিই হইতেছে। জগদ্বাসী এই কথা জানে যে, পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে যত মুসলমান সৃষ্টি হইয়াছে, কে অস্বীকার করিতে পারে যে তাহাদের মধ্যে নাস্তিক অন্তর্ভুক্ত নয়? মুসলমানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, উহার আলোকে উপরোক্ত সব নাস্তিকই মুসলমান। কেননা তাহাদের মিথ্যা কথা বলার ক্ষমতা আছে। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভ্যাস যাহাদের আছে, পদ মর্য্যাদার খাতিরে ইসলামকে অস্বীকার করার অভ্যাস যাহাদের আছে, মিথ্যা কথা বলা তাহাদের পক্ষে কোন মুশকিলের ব্যাপার নয়।

পাকিস্তান সরকার আইন এইভাবেই প্রণয়ন করিয়াছে যে, যাহারা উপরোক্ত মিথ্যাবাদীদের মত নয় এবং যাহারা সত্যের জন্য সর্বপ্রকার কোরবানী করিতে প্রস্তুত, তাহারাই মোনাফেক। যতদিন পর্য্যন্ত আহমদীরা মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের দলে প্রবেশ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা (পাকিস্তান সরকার ও মৌলভীরা) আহমদীদিগকে গয়ের-মোনাফেক সাব্যস্ত করিবে না। যাহারা মিথ্যা কথা বলে তাহাদের বিরুদ্ধে ইহাদের কোন অভিযোগ নাই এবং তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, তোমরা সানন্দচিত্তে আস এবং টিপ সহি লাগাইয়া ঘোষণা কর যে, আমরা সকলেই মুসলমান। পাকিস্তানে নূতন শরিয়তের এই জঘন্য নক্‌সা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং কেহই এই জন্য ভীত নয়। তদুপরি বিশ্বব্যাপী বড়ই জোরে শোরে শরিয়তের এই জঘন্য নক্‌সার প্রপাগাণ্ডা করা হইতেছে। পাকিস্তান সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারকে লিখিতভাবে এই কথা জানাইতেছে যে, এই কারণে তাহারা আহমদীদিগকে মোনাফেক ঘোষণা করিতে ও আহমদীদের নিজদিগকে মুসলমান বলার অধিকার হরণ করিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রশ্ন ইহাই যে, তোমাদিগকে এই অধিকার কে দান করিয়াছে? ইহাতো খোদার কাজ। আল্লাহ্ উত্তমরূপে জানেন কে

মুসলমান, কে নয়। তোমরা যাহাদিগকে মুসলমান বলিতেছ, তাহাদের সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া তো দেখ, তাহারা কি সত্যই ইসলামে কোন বিশ্বাস রাখে? তাহাদের মধ্যে ভুরি ভুরি কমিউনিষ্ট রহিয়াছে যাহারা সর্বদা খোদা সম্বন্ধে হাসি ঠাট্টা করিয়া বেড়ায়। আজও পাকিস্তানের পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীগুলিতে খোদার সম্বন্ধে হাসি বিদ্রূপ করা হইতেছে এবং ইহাদিগকে অমুসলমান বলার হিম্মত কাহারো নাই। কেননা পাকিস্তান সরকার আইন এইভাবেই প্রণয়ন করিয়াছে! এই আইনের অধীনে তাহারা আসিতে পারে না।

এইরূপ একটি কথা আছে:—

رحمتیں تیری تو اغیار کے کاشانوں پر -
برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر -

(অর্থাৎ:—হে খোদা! তোমার রহমততো অপরাপরের উপর বর্ষিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের বেলায় বর্ষিত হয় কেবল বজ্র—অনুবাদক) পাকিস্তান সরকারের এই আইনটি অদ্ভুদ ধরণের একটি আইন। ইহা মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে আক্রমণ করে নাই। জুলুমের দ্বারাই কি হৃদয় জয় করা হইতেছে? যাহাদের মিথ্যা কথা বলার ক্ষমতা নাই, এই আইন তাহাদিগকে ইসলামের গণ্ডির বাহিরে নিক্ষেপ করিতেছে। যাহা হউক, উপরোক্ত শ্বেতপত্রে যে সমস্ত তথাকথিত খোলাখুলি দলিল-প্রমাণ ও বস্তুতঃ ঘৃণ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হইয়াছে, ইনশাল্লাহ্‌তায়ালা, উহার প্রতিটি অংশের উত্তর জামাতকে অবহিত করা হইবে। পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাপী মিথ্যা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে। এখন যেহেতু খোদাতায়ালা সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, অতএব ইনশাআল্লাহ্‌, আশা রাখি যে, পাকিস্তানের শ্বেতপত্রটি যে যে দেশে পৌঁছিয়াছে, উহার উত্তর ঐ সকল দেশের ভাষায় অনুবাদ করিয়া ঐ সব কয়টি দেশেই বিপুল সংখ্যায় বিতরণ করা হইবে। খোদার ফজলে আহমদীয়াত প্রচার করার জন্য এখন একটি সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া গিয়াছে।

আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, একদিকে আহমদীদের জন্য তবলীগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অন্যদিকে আহমদীদের বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণ পেশ করা হইতেছে। ভাবিয়া দেখা উচিত, ইহার উদ্দেশ্য কি? পাকিস্তান সম্বন্ধে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহারা 'বাহ্যতঃ' মুসলমানদিগকে আহমদীদের বিরুদ্ধে দলিল শিখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আমরাতো তাহাদিগকে মুসলমান বলি। 'বাহ্যতঃ' শব্দটা আমি বলিয়াছি সরকারী বরাত হইতে। নতুবা আহমদীয়া জামাত এই ব্যাপারে কোন ভুল করে নাই। আহমদীয়া জামাত কখনো তাহাদিগকে অমুসলমান বলে নাই, বলে না ও ভবিষ্যতেও কখনো বলিবে না।

কুফরের মসলার ব্যাপারে সত্য ইহাই যে, গয়ের আহমদী মুসলমানদের প্রত্যেক ফেরকা একে অন্যকে কাফের বলিয়াছে এবং এখনো বলিতেছে। কিন্তু অমুসলমান বলা স্বতন্ত্র কথা। গায়ের মোমেনকেই কাফের বলা হয়। কোরআন করীম হইতে জানা যায় যে, খোদাতায়ালা স্বয়ং রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলেন: "বলিয়া দাও যে, তোমরা

গায়ের মোমেন"। ইহাকে কাফের বলা হইয়াছে। কিন্তু অমুসলমান বলা হয় নাই এবং নিজেকে অমুসলমান বলার জন্য কাহাকেও বাধ্য করা হয় নাই। ইহা পরিভাষাগত দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ। অতএব, যখন আমি গয়ের আহমদী মুসলমানদিগকে 'বাহ্যতঃ' মুসলমান বলি, তখন ইহার অর্থ এই নয় যে, আমি তাহাদিগকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করি না। আমরাতো স্বীকার করি যে, যে ব্যক্তি নিজ মুখে নিজেকে যে ধর্মের অনুসারী বলিয়া ঘোষণা করে, সে নিশ্চয় ঐ ধর্মের অনুসারী হওয়ার অধিকার রাখে। কাফের শব্দের অর্থ ইহাই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ধর্মের অন্তর্নিহিত সারবস্তু বিদ্যমান নাই। ইহার অর্থ কেবল ইহাই যে, যখন সে মৃত্যুবরণ করিবে ও খোদাতায়ালার হুজুরে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার আমলই (কর্ম) তাহাকে কাফের হিসাবে সাব্যস্ত করিবে বা তাহার কোন কোন বদ আকিদা (কুবিশ্বাস) তাহাকে কাফের প্রমাণিত করিবে। আমাদের ফতোয়ার ইহার চাইতে অধিক কোন অর্থ নাই।

যাহা হউক, বর্তমানে পাকিস্তানে যে সকল মৌখিক মুসলমান রহিয়াছে তাহাদের প্রতি আমাদের সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে যে, ইহাদিগকে তোমরা তবলীগ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই কথা ভাবিয়া দেখা হয় নাই যে, তবলীগতো এমন একটি তলোয়ার যাহার দুই দিকেই ধার রহিয়াছে। একদিকে বন্ধ হইতেই পারে না, যতক্ষণ না অন্যদিকটি বন্ধ করা হয়। অতএব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণ ভাবিয়া উঠিতেই পারে নাই যে, কি ঘটিয়া গেল! সত্য যে তাহাদের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে যে, তাহারাও আমাদিগকে তবলীগ করিতে পারিবে না। যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলেতো অবস্থা এই দাঁড়ায়, পাকিস্তান সরকার এই ফয়সালা গ্রহণ করিয়াছে যে, যদি আহমদীদিগকে কোন গয়ের আহমদী তবলীগ করে তবে তাহাদিগকে নেহায়েত চুপ করিয়া তাহাদের তবলীগ শুনিতে হইবে এবং বুঝুক বা না বুঝুক উত্তরে তাহারা কিছুই বলিতে পারিবে না। আহমদীদিগকে কেবল একতরফা কথা শুনিয়াই যাইতে হইবে। কিন্তু উত্তরে কিছুই বলিতে পারিবে না।

হে পাকিস্তান সরকার ও মৌলভী সাহেবেরা! আপনারা এই আইন কোথা হইতে লাভ করিলেন? ইহা কি কুরআন হইতে লাভ করিয়াছেন? ইহা কি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন? আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তবলীগতো দুইটি দিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। একটি দিকতো ইহা যে, দুনিয়ার কোন ব্যক্তি তাঁহার তবলীগের ফয়েজ হইতে বঞ্চিত ছিল না। কুরআন করীমও অনুমতি দান করে নাই যে, কাহাকেও তবলীগের ফয়েজ হইতে বঞ্চিত কর। তিনি দুঃখ-যাতনা বরণ করিয়া এবং প্রহার-নির্যাতন ভোগ করিয়াও অন্যদের নিকট যাইতেন ও তাহাদিগকে তবলীগ করিতেন। তাহা হইলে ইহা কোন্ শরিয়ত যদ্দারা নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে যে, আহমদীদিগকে তবলীগ করা যাইবে না? অবশ্য যদি আহমদীদের নিকট তবলীগ করার

অনুমতি থাকে, তাহা হইলে আপনারা এই সুন্নত কোথা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, গয়ের আহমদীরা বলিয়াই যাইবে এবং আহমদীরা কেবল নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা পালন করিয়া যাইবে? আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তবলীগের নমুনাতো এমনটি ছিল না। তিনি তো অন্যদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দান করিতেন। তিনি তাহাদিগকে তবলীগ করিতেন। এবং বড়ই ধৈর্য্য ও মহব্বতের সহিত তাহাদের কথাও শুনিতেন। বরং এমন ব্যক্তিরাও তাঁহার নিকট আগমন করিত যাহারা আলোচনার সময় তাঁহার সংগে অত্যন্ত বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ করিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে মওকা দান করিতেই থাকিতেন।

কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন : راعنا قولو انظرنا — বলা হইয়াছে, 'তুমি আমাদের অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখ, আমরাও তোমার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিব।' ইহা কিসের প্রতি ইংগিত করিতেছে? এমনতো হইতে পারে না যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জ্ঞান কিছু ছিল না। বস্তুতঃ উভয়পক্ষে আলোচনা চলিত ও মজলিশ অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহার নিকট ইহুদীরা আসিত এবং তাহারা নানা ধরণের প্রশ্ন করিত। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দান করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার তবলীগের পদ্ধতি। পাকিস্তান সরকার ও মৌলভী সাহেবদের ধারণা অনুযায়ী রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তবলীগ করার অধিকার তাহাদের ছিল না। নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক। ইহারা কোন্ নূতন কুরআন করীম দাঁড় করাইয়াছে? আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামতো তাহাদিগকে তবলীগ করিতেন, কিন্তু তাহাদের উত্তরও শ্রবন করিতেন। পাকিস্তানের নূতন শরীয়ত অনুযায়ী গয়ের আহমদীরা আহমদী-দিগকে তবলীগ করিতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের উত্তর দেওয়ার কোন অধিকার নাই। অন্যথা তবলীগই বন্ধ থাকিবে। যদি তবলীগ বন্ধই করিয়া দেওয়া হয়, উহার অর্থ দাঁড়াইবে যে, তাহাদের এই নূতন শরীয়ত অন্যান্য সব মুসলমানদের অধিকারও হরণ করিয়া লইয়াছে। আপনারা যেইভাবেই এই বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করুন না কেন, দেখিতে পাইবেন যে, ইহার সব কয়টা দিকই আহম্মকীতে পূর্ণ। একটি জ্ঞানপূর্ণ দিকও ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইহা ঐ বিষয় যাহার সম্বন্ধে কুরআন করীম বলিতেছে : اليس منكم رجل رشيد —হে আমার জাতি! তোমাদের কি হইয়াছে? তোমাদের মধ্যে কি একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও আর অবশিষ্ট নাই?

হে পাকিস্তান সরকার ও মৌলভীরা! একটু ভাবিয়া দেখ, তোমরা কোথায় গিয়া পেঁৗছিয়াছ? সব কথাই তোমরা উল্টাইয়া দিয়াছ? সকল যুক্তিপূর্ণ কথা হইতেই তোমরা বঞ্চিত হইয়া গিয়াছ? তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ না যে, তোমাদের দলিল-প্রমাণ তোমাদিগকে ধাক্কা দিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে? যে শ্বেতপত্রটি সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ বলিলাম এবং যাহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমি পরে করিব, উক্ত শ্বেতপত্রের অর্থতো এই দাঁড়ায় যে, আমাদের (পাকিস্তান সরকার ও মৌলভীরা) শরীয়ত অনুযায়ী আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে

আমাদের যতখানি মর্জি অপবাদ আরোপ করিতে থাকিব। ইহাই আমাদের তব্লীগ। অতএব, আমরা তোমাদিগকে তবলীগ করিতেছি। কিন্তু তোমাদের উত্তর দেওয়ার অধিকার নাই।

কোরআন করীম হইতে প্রমাণিত হয় যে, উপরোল্লিখিত সুন্নততো কাফেরদেরই ছিল। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নততো ইহা ছিল না। যখন তিনি কোরআন করীম তেলাওয়াত করিতে শুরু করিতেন অথবা কাফেরদের প্রশ্নের উত্তর দান আরম্ভ করিতেন, তখন তাহারা হৈ চৈ শুরু করিয়া দিত যে, আমরা তোমাকে (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কিছুই বলিতে দিব না। অতএব সুন্নতই বলিয়া দিতেছে, কে সত্য, কে মিথ্যা। পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভী সাহেবেরা, আপনারা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করিবেন না। আপনারা যদি আমাদিগকে অমুসলমান মনে করেন, তাহা হইলে নিজেরাতো প্রথমে মুসলমান হইয়া যান। আপনাদিগকে আমি এই নসিহতই করিতেছি। কিন্তু যদি আপনারা মুসলমান হইয়া না যান এবং জবরদস্তির ফয়সালাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা আপনাদের মিথ্যা অপবাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের উপর এইরূপ নগ্ন হামলা করিবেন না। আপনারা বলুন যে, আপনারা এখন এমন এক নূতন শরীয়তের তাবেদারী করিতেছেন, যাহার সংগে না আছে কোরআনের সম্পর্ক, না আছে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের সম্পর্ক। আপনারা কোরআনের উপর হামলা করিতেছেন। আমাদিগকে উত্তর দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। আপনাদের এই সকল অপকীর্তির জীম্মাদারী অতঃপর আমাদের উপর তো বর্তাইবেন না। আপনারা কেন হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতকে এইভাবে বিগড়াইতেছেন? কেন আপনারা দুনিয়ার সামনে ইসলামকে একটি নেহায়েত ভয়ংকর ধর্মরূপে পেশ করিতেছেন? কেন আপনারা আমাদিগকে উত্তর দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন?

ঠিক আছে, যেখানে আপনাদের শক্তি সামর্থ আছে, সেখানেতো আমরা আমাদের সর্ব শক্তি দ্বারা, সুকৌশলে এবং প্রজ্ঞার সহিত ও সৌজন্যের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া বিপুল সংখ্যায় উত্তর দান করিতে থাকিব। অতএব আহমদীদের উচিত তাহারা যেন ব্যক্তিগতভাবেও উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায় এবং যখন লিটারেচার সরবরাহ করা হইবে তখন ঐগুলি বিতরণ করার কাজে পরিপূর্ণভাবে যেন তাহারা অংশ গ্রহণ করে। তাহারা (পাকিস্তান সরকার ও মৌলভী সাহেবেরা) যদি হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামের বিরুদ্ধে একটি প্যামফ্‌লেটও প্রকাশ করে, তাহা হইলে উহার উত্তরে একশত না হইলেও আপাততঃ দশটি প্যামফ্‌লেটও আমরা নিশ্চয়ই প্রকাশ করিব। অতঃপর খোদা যখন তৌফিক দান করিবেন, তখন একটির উত্তরে আমরা নিশ্চয়ই একশতটিই প্রকাশ করিতে থাকিব, ইনশাআল্লাহতায়ালা।

অতঃপর খোৎবা সানিয়ায় হুজুর বলেন:

একটি আরোও নেহায়েত ভয়ংকর মর্মান্তিক তাজা জুলুমের সংবাদ আসিয়া পেঁ ীছিয়াছে। এই ব্যাপারে আমি জামাতের মনোযোগ পুনরায় দোওয়ার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। নিজেদের মজলুম ভাইদের জন্য দোওয়া করুন। প্রথমেতো পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বাজুয়া সাহেব ও মৌলভী খোরশেদ সাহেব প্রভৃতির (সকলেই বিশিষ্ট বুজুর্গ আহমদী) বিরুদ্ধে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পিত এবং মনগড়া কেইস্ সাজাইয়া লইয়াছে। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, এই বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিরা যখন একজন মৌলভীকে অপহরণ করিতেছিল তখন তাহাদিগকে ধরা হইয়াছে। যখন বিশ্বব্যাপী ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিল, তখন তাহারা একটি নোংরামীর সহিত আরো নোংরামী যোগ করিয়া দিল এবং একটি মিথ্যার সহিত আরো বহু মিথ্যা সাজাইয়া বসিল। অতঃপর তাহারা এই জুলুমের উপর আরো কঠিন জুলুমের পথ অবলম্বন করিল। যে দুইজন আহমদী নওজোয়ানকে পাকড়াও করা হইয়াছিল, পুলিশ তাহাদের উপর এত ভয়ংকর ও ভয়াবহ জুলুম করিয়াছে যে উহা কল্পনা করিলেও শরীরের লোম দাঁড়াইয়া যায়। তাহাদের উপর নির্লজ্জতার সহিত ভয়নাক জুলুম করা হইয়াছে। তাহাদের উপর যে এত জুলুম করা হইয়াছে, তাহা কেবল ইসলামের নামে তাহাদের দ্বারা মিথ্যা কথা বানানোর জন্য।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার, তাহারা এতটুকু ভীত হয় নাই। তাহারা জানিত না খোদার জন্য তাহাদিগকে জীবন বিসর্জন দিতে হইবে কিনা। আমি এই ব্যাপারে জামাতকে নির্দেশ দান করিয়াছি যে, এই ঘটনা সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত হওয়া উচিত। আহমদী যুবকদ্বয়কে এই জন্য শাস্তি দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন উপরোক্ত বৃদ্ধদেরকেও এই কেইস্ এ জড়িত করে এবং লিখিতভাবে এই মর্মে বর্ণনা দেয় যে, তাহারা তো এই অপহরণ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলই, কিন্তু উক্ত বৃদ্ধদ্বয়ও মৌলভীকে অপহরণ করিতে চাহিয়াছিল ও অপহরণের নির্দেশ তাহারাই দিয়াছিল। এই ঘটনার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে যে প্রতিবাদ আসিতেছে, উহার মোকাবেলায় উক্ত যুবকদ্বয়ের লিখিত বর্ণনা বিশ্ববাসীকে দেখানোই পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের মতলব ছিল। এক রাত্রিতে যুবকদ্বয় মার খাইতে খাইতে পাঁচ পাঁচ বার বেহুশ হইয়াছিল। তাহাদিগকে উলংগ করা হইয়াছিল এবং এমতাবস্থায় তাহাদিগকে দেখার জন্য গ্রামবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ দিয়া ডাকিয়া আনা হইয়াছিল এবং হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম, তাঁহার পিতামাতা ও তাঁহার প্রিয়জনদিগের এইরূপ অশ্লীল গালিগালাজ করা হইয়াছে, যাহা চিন্তাও করা যায় না। অতঃপর ব্লেডের সাহায্যে যুবকদ্বয়ের চামড়া চিড়িয়া উহাতে মরিচের গুড়া ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদিগকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এই অবস্থায় তাহারা বেহুঁশ হইয়া গিয়াছিল। আপনারা যত দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা কল্পনা করিতে পারেন, সকল দুঃখ যন্ত্রণাই তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। আল্লাহ-তায়ালা তাহাদিগকে (ইস্তেকামত, দৃঢ় চিত্ততা) দান করুন।

যাহা হউক, বাজুয়া সাহেব ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে তাহারা শেষ পর্যন্ত বর্ণনা দেয় নাই। পুলিশ যখন দেখিল যে ইহাদিগকে হত্যা করা ছাড়া তাহাদের নিকট আর কোন পথ খোলা নাই। তখন তাহারা এই কেইসের ব্যাপারে সুপারিশ করিল যে, ইহা মার্শাল ল'তে বিচার করা যাইতে পারে। কেননা তাহাদের নিকট যত বেসামরিক অস্ত্র ছিল উহার সবই তাহারা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছে। হ্যাঁ, মার্শাল ল' যাহাকে মর্জি মৃত্যু দণ্ড দিতে পারে। এখন এই কেইস মার্শাল ল'তে প্রেরণ করা হইতেছে। আপনারা দোওয়া করুন। বর্তমানে এই জাতীয় লোকেরাই ইসলামের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াছে এবং ইহারাই ইসলামের প্রতি ভয়াবহ জুলুমের চূড়ান্ত করিয়াছে। আল্লাহতায়ালা ইহাদিগকে হেদায়েত দান করুন ও বিরত রাখুন। ইহারা এতখানি সীমা অতিক্রম করিয়াছে যে, অতঃপর খোদার তরফ হইতে এইরূপ জাতির জন্য ধ্বংসের তকদীর লিখিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা।

ইহারা নির্লজ্জায়, জুলুম ও রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করিয়াছে। বাহ্যতঃ ইহাদের প্রত্যাবর্তনের কোন পথ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কিন্তু আমাদের দোওয়া করা উচিত। ইহা আমাদের কর্তব্য। পাকিস্তান আমাদের স্বদেশভূমি। ইহাদের প্রতি আমাদের মহব্বত ও ভালবাসা রহিয়াছে। আপনারা দোওয়া করুন যেন কিছু দুষ্ট লোকের দরুন সারা দেশে আযাব ও মছিবত না নামিয়া আসে। ইহাতেও তো আমরা দুঃখ পাইব। উহাদেরতো কোন দুঃখ হইবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা ফজল করুন। যে দোওয়ার তাহরীক আমি আপনাদিগকে এখন করিতেছি, উহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন। ঐ সকল ভাইদের দিবা রাত্রি বেদনাদায়ক অবস্থার কথা চিন্তা করুন এবং নিজেদের ভালো অবস্থার কথা ভাবুন যে আপনারা কত আরামে চলাফেরা করিতেছেন। রাত্রিতে উঠুন এবং তাহাজ্জুদে বিশেষভাবে তাহাদের জন্য দোওয়া করিতে থাকুন।

{ ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত খোৎবা হইতে অনুদিত }

অনুবাদ : **নজির আহ্‌মেদ ভুঁইয়া**

শুভ বিবাহ

বিগত ১০ই আগষ্ট '৮৪ইং বগুড়া নিবাসী জনাব কাজী আনওয়ারুল হক সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মাত তাহ্‌সীনা নাজনীনের সহিত সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) হালে চট্টগ্রাম নিবাসী মরহুম মীর হাবিব আলী সাহেবের ৪র্থ পুত্র জনাব মীর ইউসুফ আলী সাহেবের শুভ বিবাহ এক লক্ষ এক টাকা দেন মোহর ধার্য্যে ঢাকা দারুততবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী জনাব মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

সংবাদ

পাকিস্তানী পত্র-পত্রিকার কতিপয় মন্তব্য

"একটি পুস্তিকার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা"

সম্প্রতি আহমদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের পক্ষ হইতে 'মতবুয়াতে পাকিস্তান' (ইসলামাবাদ) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তিকাটির উপর 'সাপ্তাহিক 'লাহোর' এর ২১শে জুলাই সংখ্যায় মৌলানা সিদ্দিকুল হাসান নো'মানীর পর্যালোচনাটি (যাহার বঙ্গানুবাদ পাক্ষিক 'আহমদী'র ৩১শে জুলাইয়ের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে—অনুবাদক) পাঠ করিয়া উক্ত পুস্তিকাটি দেখার খুব আগ্রহ ও কৌতুহল হইল, যাহা বড়ই মুশকিলে পাঠ করিবার জন্য পাওয়া গেল। একটি কথা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। হয়তো আপনি উহার উপর আলোকপাত করিতে পারিবেন।

এই পুস্তিকাটিতে বলা হইয়াছে যে, কাদিয়ানী জামাতটিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা অর্থাৎ ইংরেজরা কায়েম করিয়াছে এবং ইহার লালন-পালন করিয়াছে, যাহার অধীনে ইহার উন্মেষ ঘটিয়াছে। উক্ত পুস্তিকাটিতেই মির্যা (গোলাম আহমদ) সাহেবের পুত্র সাহেবজাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেবের নিম্নরূপ উদ্ধৃতিটি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে :—

"ইহার পর যখন ইংরেজরা আসিল, তাহারা আমাদের পারিবারিক জায়েগীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল এবং মাত্র নগদ সাতশত টাকা বার্ষিক পেনশন হিসাবে নির্ধারণ করিল, যাহা আমাদের দাদা সাহেবের ইন্তেকালের পর মাত্র একশত দশ টাকায় নামিয়া আসিল। আর তারপর চাচা সাহেবের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল।"

ইহা কি ধরনের লালন-পালন যে ইংরাজ সরকার অর্থনৈতিক ভাবে মির্যা সাহেবের গলাটিপার তুল্য কর্মকাণ্ড করিতে থাকে?! লালন-পালনতো হইতো যদি কিনা জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার পরিবর্তে তাঁহাকে অধিকতর জায়গীর দান করা হইত এবং পেনশন বন্ধ করিবার পরিবর্তে আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইত। মনে হইতেছে যেন পুস্তিকাটির প্রণেতা কোন কাদিয়ানী, যে কিনা সযত্নে পুস্তিকাটিতে এইরূপ উদ্ধৃতিগুলিও পরিবেশন করিয়া দিয়াছে, যেগুলির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাদিয়ানীরা ইংরেজদের দুশমন ছিল এবং ইংরেজরা তাহাদের দুশমন। কেননা পুস্তিকাটির একস্থলে ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, মির্যা সাহেব খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং (কঠোর বাকতর্ক ও বহস-মুবাহেসা দ্বারা) "ইসলামী মোবাল্লেগ" হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

বিনীত- **ফয়েজ আহমদ (ঝং)**

[সাপ্তাহিক 'লাহোর' (লাহোর) ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৪ইং]

সংকল ও অনুবাদ : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

ANTI-QADIANISM

I offer my heartfelt thanks to you and your esteemed correspondent Meem Sheen for upholding reason and rationality (Viewpoint, June 7). The whole fuss against Qadianis is a classical example of giving a dog a bad name before hanging it. Unheard of beliefs are being debited to the Ahmadis and unimaginable allegations are being levelled against them. After a good deal of one-sided propaganda, everyone is trying to outdo the other in ridiculing and rebuking the Ahmadis as if they are thirdrate citizens of Pakistan. The remarkable thing about Ahmadis is that they never pay back in the same coin. The Qadiani Ordinance prohibits them from raising the call "God is Great and Prophet Mohammad (Peace be upon him) is the Prophet of God." If they make such a call from their places of worship, they are liable to imprisonment for three years. At some places, they have been put behind the bars after having been framed. One wonders if Pakistan was achieved to turn it into a theocracy.

And what positive results has the Ordinance achieved that the Government should be congratulated by Bar Councils and Municipal bodies? Has the Multan Municipal Corporation solved all the problems of that city that it should ask its councillors to prepare lists of Qadianis in their areas and display them in mosques for the information of the Muslims?

Why all this fuss about the Qadianis? Let me inform fellow-readers that there is only one difference between Ahmadis and the others—the question of the Mehdi. Apart from it, the whole game is just petty politics. It has nothing to do with religion—not to say Islam which is a religion of peace: but our lateral entrants into politics the ulema and the maulvis, don't like peace in society. Hence the occasional anti-Qadiani outbursts, God bless our people.—SHAMIM SHAIKH, Sargodha.

—Weekly VIEW POINT, (Lahore) July 19, 1984

খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা

বিগত ২৪ ও ২৫শে আগষ্ট '৮৪ খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা 'দারুল ফজল' প্রাংগনে আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে অত্যন্ত কামিয়াবীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ

এই মহতী ইজতেমায় যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে মোহতারম আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসাবে সদর মুরুব্বী মাওলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসের প্রতিনিধি হিসাবে ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব আবদুল জলিল সাহেব, সেক্রেটারী তবলীগ জনাব আবদুল হাদী সাহেব খুলনায় আগমন করেন।

মোট ৫টি অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। খোদ্দাম ও আতফালগণ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

তার মধ্যে, কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা, ভলিবল প্রতিযোগিতা, সাইকেল চালনা, দৌড় ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত। সমাপ্তি অধিবেশন সদর মুরুব্বী মাওলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব সভাপতিত্ব ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ইজতেমায় সদর মুরুব্বী মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেদ সাহেব, খুলনা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আশরাফ উদ্দিন সাহেব, বিভাগীয় কায়েদ জনাব আবদুল আজিজ সাহেব, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি জনাব খালেদ হুজ্জাতুল ইসলাম (সাঈদ) সাহেব এবং ঢাকা থেকে আগত সম্মানিত মেহমানগণ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। —সংবাদ দাতা

শোক সংবাদ

বগুড়া নিবাসী মরহুম আব্বাছ উদ্দীন আহমদ সাহেবের পত্নি, জনাব জহুরুল হক সাহেবের মাতা মোসাম্মৎ জরিনা খাতুন, গত ১৮ই আগষ্ট ভোর ৫ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে উনার বয়স ছিল ৮৫ বৎসর। উনার আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

খাকছার—

কে, এ, আহমদ

সন্তান-তওল্লদ

(১) শালগাঁও নিবাসী (হালে লিবিয়া) জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা পুত্র-সন্তানের পর বিগত ১০ই আগষ্ট (শুক্রবার) এক কন্যা সন্তান দানে ভুষিত করিয়াছেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

(২) রমজান বেগ (মুন্সীগঞ্জ) নিবাসী জনাব জিল্লুর রহমান সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা বিগত ৭ই আগষ্ট ১৯৮৪ইং প্রথমা কন্যা সন্তান দানে ভূষিত করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে যেন আল্লাহ্‌তায়ালা নবজাতদ্বয়কে দীর্ঘজীবি, নেক এবং খাদেমায়ে-দ্বীন করেন। আমীন।

"আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ।......আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়।"

(হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আ:) কর্তৃক প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' পৃঃ ১৮)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proppriletors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar